CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 April, 2023 ■ আগরতলা ৪ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২০ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

খোয়াইয়ে অজ্ঞাত পরিচয় বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। অর্ধনগ্ন অবস্থায় জলে ভাসমান এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খোয়াই পদ্মবিল ব্লকের অন্তর্গত রসরাজ নগর এডিসি ভিলেজের চার নং ওয়ার্ডের মুইচিং বাড়ি এলাকায় ওই মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বাইজাল বাড়ি ফাঁড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত মৃত মহিলার পরিচয় পত্র জানা যায় নি। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বাইজল বাড়ি ফাঁড়ি থানার ওসি রথিন দেববর্মা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে খবর আসে খোয়াই পদ্মবিল ব্লকের স্থানীয় মানুষ ওই এলাকার বাসিন্দা চিত্তরঞ্জন দেববর্মার পুকুরে এক মহিলার ভাসমান দেহ দেখতে পেয়েছেন। ওই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে পুলিশ। দেহটি পুকুর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা দিবস পালন করবে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ কমিটি কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডঃ মানিক সাহা এবং দলের রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দিয়ে 'ত্রিপুরা দিবস' উদযাপন করতে চলেছে।

সোমবার কলকাতায় বিজেপির জাতীয় সম্পাদক এবং অন্ধ্র প্রদেশের সহ-ইনচার্জ সুনীল দেওধরের সভাপতিত্বে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।, সোমবার বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বিজেপির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জি-২০ সামিট ঃ বাঁশ থেকে গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদনে এগুবে ত্রিপুরা

রাজ্যে বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। জি-২০ সামিটের দৌলতে ত্রিপুরায় বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য শিল্পপতিরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আজ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চিন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুর্কি, ইউকে, বাংলাদেশ, ইজিপ্ট, নাইজেরিয়া, মরিশাস, ন্যাদারল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং স্পেন থেকে প্রতিনিধিরা জি-২০ সামিটে অংশ নিতে ত্রিপুরায় এসেছেন। এই সামিটকে ঘিরে আগত প্রতিনিধিরা কুমারিটিলায় মিউজিক্যাল ফাউনটেন, অক্সিজেন পার্কে যোগ শিবির, পূর্বাশা, সিপাহিজলা এবং নীরমহল পরিদর্শন করবেন। সে মোতাবেক এলাহি আয়োজন করেছে রাজ্য।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জি-২০ সামিটকে ঘিরে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন শেষে শিল্পপতিদের সাথে আলোচনা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্যোগপতিরা ত্রিপুরায় বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, বৈদ্যুতিক যান, হাসপাতাল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন, তথ্য প্রযুক্তি, ঔষুধ, বাঁশ, রবার, চা, আগর এবং হোটেল শিল্পে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আগরতলায় জি-২০ আলোচনার পর সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা। ছবি নিজস্ব।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় হাসপাতাল খোলার আগ্রহ প্রকাশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আদানি ইস্যুতে ফের অচল সংসদ উভয় কক্ষের অধিবেশন মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.)।। সংসদের কাজকর্ম ফের বিঘ্নিত হল। সোমবার সংসদের উভয় সভার অধিবেশন প্রথমে দুপুর ২টো এবং পরে ৫ এপ্রিল বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। বিজেপি সাংসদ গিরিশ ভালচন্দ্র বাপত ও প্রাক্তন সাংসদ ইনোসেন্টের মৃত্যুতে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লোকসভার অধিবেশন দুপুর ২টো অবধি স্থগিত হয়ে যায়। অন্যদিকে, আদানি গ্রুপ ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টোগোলের কারণে রাজ্যসভার অধিবেশনও ২টো অবধি মুলতুবি হয়ে যায়।

সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর পুনের বিজেপির সাংসদ গিরিশ ভালচন্দ্র বাপট এবং প্রাক্তন সাংসদ ইনোসেন্টের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা হয়। এরপর স্পিকার ওম বিড়লা দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন। রাজ্যসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস সাংসদরা আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেস, বাম, জেডি (ইউ), আম আদমি পার্টি এবং অন্যান্য দলের সদস্যরা তাঁদের পাশেই ছিলেন। হট্টগোল অব্যাহত থাকায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপাতত স্বস্তিতে রাহুল, জামিন দিল সুরাতের দায়রা আদালত

সুরাট, ৩ এপ্রিল(হি.স.)।। মানহানির মামলায় শাস্তি খারিজের দাবিতে গুজরাটের সেশনস কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। অবশেষে সেই আবেদনের শুনানিতে মিলল স্বস্তি। বাড়ল কংগ্রেস নেতার জামিনের মেয়াদ। আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে।

এই মামলায় কংগ্রেস নেতাকে দু'বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল সুরাতেরই ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৩০ দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে থাকা রাহুল। আদালতের এই রায়ের পরে পরবর্তী শুনানির দিন অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত রাহুলের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না।

এদিন আদালতে রাহুলের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা বঢরা ছাড়াও কংগ্রেস শাসিত তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজস্থানের অশোক গেহলট, ছত্তিশগড়ের ভূপেশ বাঘেল ও হিমাচল প্রদেশের সুখবিন্দর সিং সুখু উপস্থিত ছিলেন।

জনপ্রতিনিধি আইন অনুযায়ী, দেশের আইনসভার কোনও সদস্য দু'বছর বা তার বেশি মেয়াদের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হলে ৬ বছরের জন্য তাঁর সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে। ওই সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনও নির্বাচনেও দাঁড়াতে পারবেন না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবার নিয়ে আমরণ অনশনে বসলেন বিজেপি'র প্রাক্তন নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ এপ্রিল।। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই দোকান খুলতে পারছেন না। বিজেপির বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছেন। তাই দোকান খোলার সুযোগের দাবিতে অনশনে বসলেন চড়িলাম মন্ডলের সংখ্যালঘু মোর্চার প্রাক্তন নেতা আনোয়ার হোসেন ও তাঁর পরিবার।

চড়িলাম

এদিকে চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ ওই ঘটনাকে নাটক এবং পুরোপুরি অসত্য বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সাথে তিনি দাবি করেন, দোকান খুলতে না পারার পেছনে বিজেপির কোনো ভূমিকা নেই।

আনোয়ার হোসেনের অভিযোগ, চড়িলাম মন্ডলের সদস্য থাকাকালীন বিভিন্ন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য তাকে জেল খাটিয়ে হেনস্তার শিকার করেছেন বিজেপির মন্ডলের কার্যকর্তারা। তাই নির্বাচনের পূর্বে সিপিআইএমে যোগদান করেছিলেন তিনি। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর থেকেই ক্রমাগত তাঁর উপর হামলা,হজ্জুতি চালিয়েছে বিজেপির দুর্বৃত্তরা। একাধিকবার তাঁর দোকান ও বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন তাঁরা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিতে বুথ সশক্তিকরণ অভিযান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিজেপি বুথ সশক্তিকরণ অভিযান শুরু করেছে। যেহেতু দলটি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে। পরবর্তী লড়াইটি হচ্ছে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন।

দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতি দেওয়ার জন্য, বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) লশিব প্রকাশ এবং উত্তর পূর্ব সমন্বয়কারী সম্বিত পাত্র সমস্ত উত্তর-পূর্ব রাজ্যের রাজ্য বিজেপি সভাপতিদের সাথে একটি বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। এই বিষয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দশ লক্ষ টাকার ফেন্সিডিল বোঝাই লরি আটক, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। আবারো ফেন্সি বোঝাই লরি আটক করলো অসম চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ। এ নিয়ে পরপর সফলতার চূড়ায় অসম পুলিশ। সোমবার গৌয়াহাটি থেকে আগরতলাগামী একটি কন্টেইনার গাড়ি অসম গেটে প্রবেশ করতেই ফাঁড়ির ইনচার্জ নিরঞ্জন দাস গাড়িটি আটক করে তল্লাশি করেন। আর তাতেই কেচ খুরতে সাপ বেরিয়ে এলো।

লরিতে অনলাইন সামগ্রীর ভেতরে এই ফেন্সিডিল গুলো লুকায়িত অবস্থায় ছিল। দশ কার্টুনে মোট দুই হাজার বোতল ফেন্সি যার কালোবাজারি মূল্য দশ লক্ষ টাকা বলে জানান ইনচার্জ। তবে লরি চালক রঞ্জিত বৈশ্য ও ফেন্সির তত্ত্বাবধায়ক ডিংসানকে সাংমাকে পুলিশ আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সুপর্দ করা হবে। এদিকে এই অনলাইন গাড়িটি গতি লজিস্টিক কোম্পানির বলে জানা গেছে।

কাঞ্চনপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু এক ঠিকা শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম গোপাল নমঃ। ঘটনা কাঞ্চনপুর মহকুমার মাকুমছড়া এলাকায়। ত্রিপুরা মিজোরাম জাতীয় সড়ক নির্মাণের কাজে নিযুক্ত বহিঃ রাজের ঠিকেদারি সংস্থা বাম্বু কোম্পানী। দীর্ঘ দিন যাবত এই রাস্তা নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। সেই রাস্তা নির্মাণের ফলে রাস্তার পাশে থাকা বৈদ্যুতিন খুঁটি গুলি সরানো আবশ্যক হয়ে পড়ে।

কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুইহিলের মনপুই যাওয়ার রাস্তায় জলের ট্যাঙ্ক সংলগ্ন বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গিয়ে রবিবার মর্মান্তিক মৃত্যু হয় এক অস্থায়ী শ্রমিকের। জানা জায় মাটি ধ্বসে বৈদ্যুতিন খুটি হেলে পড়ে। আর এই হেলে পড়া খুটি থেকে পরে গুরুতর আহত হয় অস্থায়ী শ্রমিক গোপাল নমঃ। তাঁকে উদ্ধার করে কাঞ্চণপুর হাসপাতালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরার আতিথিয়তায় অভিভূত জি-২০ সামিটের প্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরার আতিথেয়তায় আবিভূত জি-২০ সামিটে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন। ত্রিপুরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, হস্তশিল্প সকলের নজর কেড়েছে। দিনভর জি-২০ সামিটের আলোচনা শেষে এমনটাই জানালেন সায়েন্টিফিক-২০ চেয়ারম্যান আশুতোষ শর্মা।

জি২০ বিজ্ঞান সামিটে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

গতকাল রবিবার জি-২০ সামিটে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় এসেছেন। আগরতলা বিমান বন্দরে তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। তাঁদের স্বাগত জানাতে ত্রিপুরার শিল্পীরা দেশের বিভিন্ন রাজ্য এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতি নাচের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। শহর আগরতলা এক নতুন আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে। আলোকমালায় ঝলমল করছে পুরো শহর। স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরা সরকারের আয়োজন যথেষ্ট প্রশংসনীয়, তা আজ আশুতোষ শর্মা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, আগরতলা দেখে সকলেই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইক চুরি করতে গিয়ে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। বাইক চুরি করতে আসা যুবককে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এলাকাবাসী। ওই ঘটনায় আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এ-বিষয়ে জনৈক পুলিশ কর্মী জানিয়েছেন, আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় চুরি করতে গিয়ে এক যুবক ধরা পড়েছে। স্থানীয় মানুষ ওই যুবককে আটক করে উত্তম মধ্যম দিয়েছে। পর্বতী সময়ে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পুলিশ। পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে গেছে। বর্তমানে ওই যুবক হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে আছেন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ওই যুবকের নাম টুটন দাস (২০)। তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি বাইক চুরির অভিযোগ রয়েছে থানায়। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

কুমারঘাটে বিভিন্ন সরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি লাটে, হঠাৎ সফর করে অসন্তোষ প্রকাশ মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই কুমারঘাটের বিভিন্ন সরকরি দপ্তরে আচমকা পরিদর্শনে গিয়ে চক্ষু চমক গাছ মন্ত্রী সুধাংশু দাসের। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছে। মন্ত্রী সুধাংশু দাস সোমবার কুমারঘাট এর বিভিন্ন সরকারি দপ্তর আচমকা পরিদর্শনকালে এই চিত্রই প্রত্যক্ষ করলেন।

সোমবার কুমারঘাটের বিভিন্ন সরকারি অফিস পরিদর্শন করেছেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

কুমারঘাট এর অর্থ দপ্তর ডিডাব্লিউএস এবং বিদ্যুৎ নিগমের অফিসে গিয়ে মন্ত্রী লক্ষ্য করেন ৮০ শতাংশ কর্মচারী ও অফিসাররা অনুপস্থিত। তাতে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করেন তিনি। অফিস পরিদর্শন কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস জানান তার কাছে গত বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ আসছিল কুমারঘাট এর বিভিন্ন অফিসে সরকারি কর্মচারীরা মর্জিবাফিক আসা-যাওয়া করছেন। জনগণ নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সেই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে মন্ত্রী সুধাংশু দাস সোমবার কুমারঘাট এর পূর্ত দপ্তর জলসম্পদ দপ্তর এবং বিদ্যুৎ নিগমের অফিস পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে সরকারি অফিসের কর্ম সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করে তিনি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান কুমার ঘাটে কর্মরত সরকারি কর্মচারীদের অনেকেই শুক্রবার দুপুরের পর আগরতলায় কিংবা অন্যত্র তাদের বাড়ি করে চলে যান। সোমবার পর্যন্ত আর অফিসে আসেন না। সপ্তাহে বড় জোর দু-তিন দিন তারা দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রী বলেন বর্তমান সরকার সরকারি অফিসে কর্মসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু একাংশের অফিসার ও কর্মচারী সরকারের বদনাম করার লক্ষ্যেই এ ধরনের কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৭৩ ◘ ৪ এপ্রিল ২০২৩ইং ◘ ২০ চৈত্র ◘ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সহিষ্ণুতাই ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিবে

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশ ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প পরিস্থিতিকে দিনের পর দিন আরও ঘোলাটে করিয়া তুলিতেছে। ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইতেছে দেশের শান্তিকামি মানুষজনকে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ইহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না। দেশের পবিত্র সংবিধানে প্রতিটি ধর্মের মানুষকে স্বাধীনভাবে ধর্মাধিকার দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানে সকল ধর্মের অধিকার সমান বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে ধর্মনিয়া হানাহানি মারামারি কাটাকাটির ঘটনা প্রতিনিয়তই চলিতেছে। শুধু তাই নয় ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ভোটের রাজনীতি চরম হইতে চরমতর আকার ধারণ করিতেছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় ভাবেক সৃষ্টি করিয়া দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ পরিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। ফলশ্রুতিতে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার যথেষ্ট আশংকা রহিয়াছে। অতি সম্প্রতি হরিয়ানায় গোরক্ষকদের হাতে নির্মমভাবে খুন হইয়াছে দুই সংখ্যালঘু যুবক। পুড়ে যাওয়া গাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার দুই মুসলিম যুবকের দেহ। গোরক্ষকরাই দুই যুবককে অপহরণ করিয়া নির্মমভাবে হত্যা করিয়া। অভিযুক্ত ৮ গোরক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছে। এছাড়াও অভিযুক্ত বজরং দলের এক সদস্য। এই ঘটনাতেই দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি হইয়াছে হরিয়ানার নূহ জেলায়। অশান্তি রংখিতে এলাকার ইন্টারনেট পরিষেবা করিয়াছে প্রশাসন।রাজস্থানের ভরতপুরের বাসিন্দা দুই যুবক নাসির ও জুনেইদ। বুধবার সকালে গাড়ি নিয়া দোকানে গিয়াছিলেন তাঁহারা। তাহার পর আর বাড়ি ফিরেনি। তাঁহাদের এক ভাই পুলিশের কাছে অপহরণের অভিযোগ করেন। এর পর হরিয়ানার ভিওয়ানি থেকে তাঁহাদের দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার পর থেকেই অশান্তি শুরু হইয়াছিল এলাকায়। রাস্তায় নামিয়া প্রতিবাদ দেখাইতে শুরু করে জনতা। একাধিক রাস্তা অবরোধ করে তাহারা। এইসঙ্গে দোকানপাটে ভাঙচুর চালানো হয়। শুক্রবার থেকেই নূহ-আলওয়ার জাতীয় সড়ক আটকে বিক্ষোভ দেখান এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। এই অবস্থায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি এড়াইতে নূহ জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করিয়াছে জেলা প্রশাসন। পুলিশের বক্তব্য, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মারফত যাহাতে কোনওভাবেই গুজব না ছড়ায়, সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়াছে প্রশাসন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ধর্ম নিয়য়া রাজনীতি বন্ধ করিতে হইবে। ধর্মীয় সংঘাতের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রশক্তিকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের আইন আদালতকে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন থাকিবে।

পঞ্চায়েত ভোটের ডঙ্কা নিয়ে মমতা আজ পূর্ব মেদিনীপুরে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : সোমবার দুপুরে পূর্ব মেদিনীপুর সফরে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের হাতে তুলে দেবেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা।

খেজুরির ঠাকুরনগরের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস মিলিয়ে প্রায় এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প জেলার বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত ভোটের আগে তাঁর এই সফর রাজনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর এই সফরসূচিতে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের বেশ কিছু জায়গা। খেজুরিতে প্রশাসনিক সভা করার কথা রয়েছে। কিন্তু তার থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নন্দীগ্রাম তাঁর সফরসূচিতে নেই। এই নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুর সফরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর কলকাতায় ধরনা মঞ্চে যোগ দেন। বাম আমলে তৃণমূলের জমি আন্দোলনের সময় একসঙ্গে উচ্চারিত হতো সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রামের নাম। কিন্তু, পূর্ব মেদিনীপুর সফরে কেন নন্দীগ্রাম মুখ্যমন্ত্রীর সূচিতে নেই তাই নিয়ে শুরু হয়েছে জোর গুজব। বিধানসভা ভোটের পর তিনি দুবার পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়েছেন। কিন্তু নন্দীগ্রামে যাননি।

আইএসএফ তৃণমূল সংঘর্ষে উত্তপ্ত চাকশিমলা খাঁপাড়া

উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : আইএসএফ এবং তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে উত্তর ২৪ পরগনার চাকশিমলা খাঁপাড়া মাদ্রাসা এলাকায় সোমবার উত্তেজনা রয়েছে। এলাকায় পুলিশ টহলের ব্যবস্থা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী আইএসএফের দলীয় পতাকা ছিড়ে দেয়। আইএসএফ তা নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করে, এর জেরেই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এর পর এলাকায় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে অশোকনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

পরে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। রবিবার রাতে অশোকনগর থানায় এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে আসেন আইএসএফের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সভাপতি তাপস ব্যানার্জি। তৃণমূলের তরফ থেকে অবশ্য এই ঘটনায় এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। এলাকা উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

হাওড়া-খড়গপুর শাখায় ব্যাহত রেল চলাচল, ভোগান্তির শিকার নিত্যযাত্রীরা

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : রেললাইনের উপর খারাপ ইটবোঝাই গাড়ি। আর তার জেরে সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে ব্যাহত ট্রেন চলাচল। সোমবার সকালে একটি ইট বোঝাই ম্যাটাডোর ঘোড়াঘাটা ষ্টেশনের কাছে লেভেল ক্রসিং পার করছিল। ঠিক সেই ম্যাটাডোরটিতে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। তার ফলে রেললাইনের মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়ে ইটবোঝাই গাড়ি। তার ফলে হাওড়া-খড়গপুর শাখায় বন্ধ হয়ে যায় রেল পরিষেবা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েন যাত্রীরা।

রেল কর্তৃপক্ষ খবর পায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে রেল কর্তৃপক্ষ। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ইট নামিয়ে গাড়িটিকে ঠেলে লাইন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। তবে কিছুটা সময় পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ থাকায় প্রায় প্রত্যেকটি ট্রেনই দেরিতে চলছে।

শিবাজিঃ এক বীরগাথা

শুভজিৎ আওন

ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাসে মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন শিবাজি ভেঁসলে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব, সামরিক দক্ষতা, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিবেশ বিচ্ছিন্ন বহু মারাঠা জাতিসমূহকে একসূত্রে সংশ্লিষ্ট করে তাদের ইতিহাসগতভাবে প্রতিষ্ঠা করার কৃতিত্ব একমাত্র শিবাজির। শিবাজির কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল বর্তমানে মহারাষ্ট্রের পুনে ও তার সন্নিহিত অঞ্চল। ভৌগোলিক দিক থেকে বিচার করলে এই অঞ্চল কৃষিকাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং দুর্গম গিরিপথসহ সুউচ্চ খাড়া পাহাড় ও ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য সমন্বিত এক প্রতিকূল পার্বত্য এলাকা। এই দুর্গম পার্বত্য এলাকাকে কেন্দ্র করে সমকালীন মুঘল ও বিজাপুর বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে যে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তার ভিত্তি এতটাই মজবুত ছিল যে তাকে অবদমিত করা মুঘল শক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে শিবাজি ১৬২৭ সালে ১০ই এপ্রিল পুনা জেলার উত্তরে শিবনের নামক পার্বত্য দুর্গে জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর মাতা জিজা বাঈ তাঁর প্রত্যাশিত সন্তানের মঙ্গল কামনায় শিবাই দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন ও সেই কারনে এই দেবীর নামানুসারে ভূমিষ্ঠ সন্তানের নাম রাখেন শিবাজি। শিবাজির পিতা শাহজী ভেঁসলে প্রথমে আহম্মদনগর রাজ্যের মালিক অম্বরের অধীনে, সাময়িককালের জন্য মুঘলদের অধীনে এবং ১৬৩৩ সালে আহম্মদনগর রাজ্যের পতনের পর বিজাপুর রাজ্যের অধীনে সেনাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৬৩০ থেকে ১৬৩৬ সাল পর্যন্ত শাহজীর যাযাবর জীবন ও তুকা বাই মোহিটে নামে আর একজন নারীকে বিবাহ করার ফলে শিবাজী তাঁর পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। ইতমধ্যে ১৬৩৬ সালে মুঘল-বিজাপুর চুক্তির মাধ্যমে শাহজীর পুনা সহ তাঁর অধিকৃত সকল স্থানের কর্তৃত্ব হস্তচ্যুত হয়েছিল, ফলে শিবনের দুর্গ থেকে শিবাজি বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শাহজী বিজাপুরের অধীনে কাজ করার সুবাদে বিজাপুরের থেকে জায়গির হিসেবে পুনা জেলার চাকন থেকে ইন্দাপুর ও শিরওয়াল পর্যন্ত অঞ্চল লাভ করেন। যেহেতু মুঘল-বিজাপুর চুক্তি অনুযায়ী শাহজী মহারাষ্ট্র থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন তাই উক্ত জায়গির অঞ্চলের প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য শাহজী তাঁর নাবালক পুত্র শিবাজীর অভিভাবক হিসেবে দাদাজি কোন্ড-দেবকে নিয়োগ করেছিলেন।

জিজা বাঈ শিবাজিকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবন অতিবাহিত করার দরুন তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা গভীরতর হয়েছিল যা তাঁর পুত্রের মধ্যে পরিব্যপ্ত করেছিওলেন। পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বড় হয়ে ওঠার দরুন মা ও পুত্রের মধ্যে স্নেহ গভীরতর হয়েছিল এবং মা-এর প্রতি শিবাজির ভালোবাসা প্রায় আরাধ্য দেবীর উপাসনার পর্যায়ে রুপান্তরিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকে শিবাজীকে নিজ মতাদর্শ অন্য কোনও সাহায্য ছাড়াই গঠন করতে হয়েছিল ও সকল উদ্যোগ গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিতে হত কোনও ব্যক্তির অধীনতা ছাড়াই, তাই স্বাধীনভাবে রাজ্য গঠনের মতাদর্শ শিবাজির সাধারন প্রবণতা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথাগতভাবে শিবাজি বাল্যকালে দাদাজি কোন্ড-দেবের নিকট প্রশিক্ষন গ্রহন করেছিল ও অল্পকালের মধ্যে মুষ্টিযুদ্ধ, অশ্বারোহন ও অন্যান্য শিক্ষায় রপ্ত করেছিলেন। এছাড়া প্রাচীন ভারতের দুই মহাকাব্য শিবাজির মতাদর্শে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষত দুই মহাকাব্যের কর্ম ও ফলভোগের দৃষ্টান্ত, সামরিক ও রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টান্ত এবং রাজনৈতিক শিক্ষা ও নৈতিক বচন শিবাজির মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। যে সামাজিক প্রেক্ষাপট শিবাজি প্রাথমিকভাবে কাজ করেছিলেন তা তাঁর রাজা হওয়ার পথ মসৃন করেছিল। সেইসময় পুণা জেলা আহম্মদনগর-মুঘল সংঘাত ও পরবর্তীকালে বিজাপুর বাহিনীর আক্রমনে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং এক নৈরাজ্যকর অবস্থা বিরাজমান ছিল। সবল মারাঠা প্রধানরা দুর্বল মারাঠা প্রধানদের তাদের নিজ গ্রাম থেকে উৎখাত করত ও কৃষকরা প্রায়শই লুণ্ঠনের শিকার হত কোনও শক্তিশালী অসামরিক প্রশাসন ও সামাজিক শৃঙ্খলার না থাকার দরুন। কোনও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রিত বিচারব্যবস্থা ও আইনি অধিকারের অনুপস্থিতি ছিল প্রাক-শিবাজির মহারাষ্ট্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রথমে দাদাজি-কোন্ডদেব জনমানবশূন্য পুনা অঞ্চলকে পুনরায় জনবসতিপূর্ণ করে তুলতে ব্যবস্থা করেন ও আইন-শৃঙ্খলা পুর্নপ্রবর্তন করেন এবং শিবাজি দৃঢভাবে একজন সৎ বিচারক ও শক্তিশালী ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামবাসীদের একজন তথ্য-অনুসন্ধানকারী জুরির পরামর্শ গ্রহনের প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরন করে নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হত। এইভাবে শিবাজি মহারাষ্ট্রব্যাপী এক সামাজিক চাহিদাকে দারুনভাবে পূরণ করেছিলেন, যা প্রাথমিকভাবে তাঁর সফল উত্থানে সাধারন মানুষের জনসমর্থন লাভ করেছিলেন। শিবাজির কর্তৃত্ব তাই প্রথমে সাধারন মানুষের হৃদয় জয়ের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছিল। এইভাবে মহারাষ্ট্রের যৌথ-উদ্দীপনা প্রজ্বলিত হয়েছিল এবং দীর্ঘ ও যন্ত্রনাদায়ক মুসলিম শাসনের অধীনে সুপ্ত থাকার পর এক শক্তিশালী ব্যক্তির ন্যায় একটী রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদেরকে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহন করেছিল।

দাদাজি-কোন্ডদেব-এর অধীনে পুনা জেলার পশ্চিমাংশে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সমান্তরাল ৯০ মেইল দীর্ঘ ও ১২ থেকে ২৪ মাইল প্রশস্ত 'মাভল' অঞ্চলটি শিবাজির দখলে এসেছিল। পরে এখানকার কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে এই অঞ্চলের মাভল দেশমুখদের সংগঠিত করা হয়েছিল। এই মাভল অঞ্চল থেকে শিবাজি অনেক সমরাধিনায়ক ও সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত শিবাজির রাজ্যগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ১৬৩৪ সালে আহম্মদনগরের শেষ সুলতানের অভিভাবকত্বের দরুন শাহজি বিজাপুরেরে সাথে সমঝোতার মাধ্যমে জুনার, শাহগড়, নাসিক, ত্রিম্বক, চাকন, চামারগোন্ডা, কোঙ্কনের তিন-চতুর্থাংশ অঞ্চলগুলি যে লাভ করেছিলে ১৬৩৬ সালে মুঘল্রা বিজাপুরের উপর চাপ সৃষ্টি করে নুতুন চুক্তির মাধ্যমে শাহজিকে উক্ত অঞ্চলগুলি থেকে বিতাড়িত করা হয়। শাহজির উত্তরাধিকারী হিসেবে শিবাজি উক্ত অঞ্চলগুলিকে পুনরুদ্ধার করার শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যদুনাথ সরকারের মতে, তরবারী যেভাবে কেবলমাত্র উক্ত অন্যায় চুক্তিকে অনুমোদন করেছিল শিবাজি সেই তরবারীর মাধ্যমে উক্ত চুক্তিকে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

১৬৪৭ সালে দাদাজি-কোন্ডদেব-এর মৃত্যুর আগে থেকেই শিবাজি তাঁর রাজ্যগঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে শুরু করেছিলেন। ১৬৪৬ সালে তিনি বিজাপুরের থেকে সংঘাত ছাড়াই তোরনা দুর্গ দখল করে নেন। এই দুর্গের পাঁচ মাইল পূর্বে রাজগড় নামে এক নতুন দুর্গের নির্মান করেছিলেন। পরবর্তী দুই বছর বিজাপুরের সুলতানের অসুস্থতার সুযোগে শিবাজি পুনের নিকট চাকন নামে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করেছিলেন। এছাড়া বারামতি ও ইন্দাপুর দুর্গের আধিকারিকরা শান্তিপূর্ণভাবে শিবাজির কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেন। ১৬৪৮ সালে মহাদজী নীলকন্ঠ রাও-এর উত্তরাধীকারীদের থেকে সুকৌশলে শিবাজি গুরুত্বপূর্ণ পুরন্দর দুর্গ দখল করেন। শিবাজির দক্ষিন ও দক্ষিন-পশ্চিম দিকে সম্প্রসারনের পথে বিজাপুরের থেকে প্রাপ্ত মোরে পরিবারের অধীন জাভলি রাজ্য বাধা হয়ে দাঁড়ালে শিবাজি এক্ষেত্রেও সুকৌশলে চন্দ্ররাও মোরে ও তার উত্তরাধীকারীদের হত্যা করে ১৬৫৬ সালে জাভলি দুর্গ ও রাইরি অঞ্চল দখল করেন। জাভলির দু'মাইল পশ্চিমে প্রতাপগড় নামে শিবাজি একটি দুর্গ তৈরি করেন যেখানে তাঁর আরাধ্য দেবী ভবানী'র মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেহেতু তুলজাপুরের প্রাচীন ভবানী মন্দিরে গমন সহজসাধ্য ছিল না। জাভলি দুর্গ দখলের পর ১৬৫৬'র এপ্রিলে পার্বত্য দুর্গ রায়গড় দখল করেছিলেন যা শিবাজির রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। একই বছর তিনি সুপা দুর্গ দখল করলে পুনে অঞ্চলের পূর্বভাগ সুরক্ষিত হয়। এছাড়া তিনি একই অঞ্চলে রোহিদা এবং পুনের উওর-পশ্চিমে টিকোনা, লোহগড় ও রাজমাছি দুর্গ দখল করে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। ১৬৫৬ সালের নভেম্বরে বিজাপুরের সুলতান মহম্মদ আদিল শাহ মারা গেলে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুনভাবে উন্মুক্ত হয়, যা থেকে শিবাজি লাভবান হয়েছিলেন।

১৬৫৬ সালে মুঘলদের দাক্ষিণাত্যের ভারপ্রাপ্ত ঔরঙ্গজেবের বিজাপুরের আক্রমনের অংশ হিসেবে কলিয়ানি নামক স্থানের অবরোধের সুযোগে শিবাজি মুঘল সাম্রাজ্যের দক্ষিন-পশ্চিমাংশ আক্রমন করে রাতের অন্ধকারে জুন্নার নগর আক্রমন করে প্রচুর ধন-সম্পত্তি লাভ করেছিলেন। ১৬৫৭'র শেষের দিকে শিবাজি জুন্নার নগরের ফৌজিদার মুহম্মদ ইউসুফকে পরাজিত করে কালিয়ান নগরটি মুঘলদের দখল করে নেন। ইতিমধ্যে বিজাপুরের সুলতান মুঘলদের সাথে সমঝোতা করলে শিবাজি এককভাবে মুঘলদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া নির্থক মনে করেন, ফলে শিবাজি মুঘলদের সাথে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কে আগ্রহ দেখান। কিন্তু ঔরঙ্গেব শিবাজিকে বিশ্বাস করতেন না এবং দিল্লির মসনদ দখলের জন্য উত্তর ভারত রওনা হওয়ার আগে মির জুমলাকে চিঠিতে কোনওপ্রকার সামরিক অবহেলা সংঘটন থেকে বিরত থকতে বলেন এবং শিবাজিকে 'এক কুকুরের সন্তান' বলে উল্লেখ করেন যে সর্বদা সুযোগ গ্রহনের অপেক্ষায় ছিল।

১৬৫৭ সালে শিবাজি কালিয়ান ও ভীওয়ান্ডি সহজেই অবরোধ করেছিলেন এবং কালিয়ান দখলের পর শিবাজি জনৈক আবাজি সোন্দেভকে সেখানে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। এখানে আবাজি একজন সুন্দরী মুসলিম নারীকে বন্দী করে উপহার হিসেবে শিবাজিকে প্রদান করেছিলেন। কিন্তু শিবাজি সেই নারীকে বলেছিলেন, "যদি আমার মাতা জিজা বাঈ তোমার সৌন্দর্য্যের অধিকারী হতেন তাহলে আমাকেও সুদর্শন দেখতে হত"। এইভাবে শিবাজি নিজের মায়ের সাথে ওই নারীকে তুলনা করে ওই নারীর অসম্মানিত হওয়ার ভয় দুর করেছিলেন, তাকে অলংকার ও বস্ত্র প্রদান করেছিলেন এবং ৫০০ অশ্বারোহীর নিরাপত্তাসহ বিজাপুরে প্রেরন করেছিলেন। এই নারী কালিয়ানের পূর্বতন বিজাপুর সুবেদার মুল্লা আহমদ নভায়েৎ-এর পুত্রবধু ছিলেন। রক্ষনশীল মুসলিম ঐতিহাসিক কাফি খান নারীর প্রতি শিবাজির সম্মান প্রদানে নীতিপরায়নতার প্রশংসা করেন। ১৬৫৯ সালের শেষদিকে শিবাজি সমগ্র পুনা অঞ্চল, উত্তর সাতারা জেলা এবং কোলাবা ও থানে জেলার অর্ধাংশে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

১৬৫৯-এর মধ্যে বিজাপুরে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদের নিষ্পত্তির সাথে সাথে শিবাজির বিরুদ্ধে বিজাপুর ব্যবস্থাস্বরুপ আফজল খানের নেতৃত্বে পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ১০০০০ সেনা প্রেরন করেছিল। মহারাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রাকালে আফজল খান হিন্দু পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে বিশেষত মহারাষ্ট্রের সবথেকে গুরুত্বপুর্ন তীর্থক্ষেত্র পান্ধারপুর লুঠ করে অপবিত্র করেছিলেন যা পতোন্মুখ বিজাপুর রাজ্যের মুসলিম সাম্প্রদায়িক রক্ষনশীলতাকে তুলে ধরে। এর ফলে আফজল খান স্থানীয় দেশমুখদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। আফজল খানের সেনা যেখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধে দক্ষ ছিল সেখানে গেরিলা যুদ্ধে পটু শিবাজির সেনাদল জাভলির অরন্যে মোতায়েন থাকার দরুন আফজল খানের সেনাদলকে পার্বত্য গিরিপথের মধ্য দিয়ে চলাচলের সময় সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। শিবাজির দুর্গকে আফজল খানের সেনাদল অবরোধ করলেও পার্শবর্তী অঞ্চল থেকে রসদ না পাওয়াইয় অসুবিধার মধ্যে পড়ে। অন্যদিকে দুর্গে শিবাজির রসদও ফুরিয়ে আসার দরুন উভয় পক্ষ সমঝোতায় রাজি হয়। ঠিক হয় শিবাজি আফজল কাহ্নের সাথে সাক্ষাৎ করবেন কিন্তু প্রতাপগড় দুর্গের নিচে যা কৌশলগত দিক থেকে শিবাজির অনুকূল ছিল। সাক্ষাৎের সময় শিবাজি ও আফজল খান উভয়েই সশস্ত্র অবস্থায় হাজির হয়েছিলেন। শিবাজির দিক থেকে আফজল খানকে সন্দেহ করার কারন ছিল, কারন এক দশক আগে একই পরিস্থিতিতে আফজল খান এক হিন্দু সেনাধ্যক্ষকে বন্দী করতে এই ধরনের সাময়িক যুদ্ধ-বিরতির অনুষ্ঠান ব্যবহার করেছিলেন। শিবাজি তাঁর বস্ত্রের আড়ালে শৃঙ্খলের আচ্ছাদন, পাগড়ির ভিতরে ধাতব মস্তক আচ্ছাদন এবং এক হাতে ছোট তরবারী ও অন্য হাতে লৌহ থাবা পড়ে এসেছিলেন। এর পরবর্তীতে আফজল কাহ্ন ও শিবাজি পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করেন ও শিবাজি লৌহ থাবা দিয়ে আফজল খানের পেটের নাড়িভুড়ি কেটে বের করে দেন। আফজল খানকে হত্যা করার পর সংকেত প্রদানের সাথে সাথে শিবাজির সেনাবাহিনী বিজাপুর বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করেছিল। আফজল খানকে হত্যার এই কাহিনী মহারাষ্ট্রের অন্যতম জনপ্রিয় কাহিনী হিসেবে প্রচলিত।

মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে শিবাজি শুধুমাত্র দক্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, সামরিক সংগঠনের চিন্তাভাবনার দিক থেকে তিনি মুঘলদের থেকে অন্তত একটি দিকে অগ্রবর্তী ছিলেন, কারন শিবাজি নৌবাহিনীর গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আফজল খানকে হত্যার পর তিনি কোঙ্কন অঞ্চলে কর্তৃত্ব সুদৃঢ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এইজন্য তিনি ছোট দ্রুত গতিসম্পন্ন নৌ-সমন্বিত নৌ-বাহিনী গঠন করেছিলেন। যদিও এই নৌ-বহর ইউরোপের বৃহদাকার নৌশক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না, তবে বাণিজ্যতরী আটক করতে সক্ষম ছিল। শিবাজির এই নৌ-বহর গঠনের উদ্দেশ্য ছিল অনেকগুলি সমুদ্র দুর্গ গঠন যাতে জঞ্জিরার সিদি'দের মোকাবিলা ও প্রতিহত করা যায়। বস্তুত ক্ষুদ্র হলেও শিবাজির নৌশক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ প্রশংসনীয়।

ঔরঙ্গজেব মুঘল সম্রাট হয়ে তাঁর মামা শায়েস্তা খানকে দাক্ষিণাত্যে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রেরন করেছিলেন; ইতিমধ্যে শিবাজি দক্ষিন কোঙ্কণ আক্রমন করলেও শায়েস্তা খান উত্তর কোঙ্কণ অভিযান করে কল্যান দুর্গ দখল করে নেন ও পুনের সন্নিহিত অঞ্চল বিধ্বস্ত করেছিলেন। ১৬৬৩-র এপ্রিল পর্যন্ত একধরনের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় থাকলেও শিবাজি এক রাত্রে (৫ই এপ্রিল) অতর্কিতে শায়েস্তা খানের শিবির আক্রমন করেন এবং শায়েস্তা কাহ্নের পুত্র ও তার কিছু অনুগামী নিহত হয় ও শায়েস্তা কাহ্ন নিজে আহত হয়েছিলেন। মুঘল শিবিরকে ভীত-সন্ত্রস্থ করতে শিবাজির এই আক্রমন পুরোপুরি সফল ছিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ১৬৬৪ সালের জানুয়ারিতে শিবাজি মুঘলদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সুরাঠ বিধ্বস্ত করেছিলেন। শিবাজির আগমনের সংবাদে সুরাটের তৎকালীন গর্ভনর ইনায়েৎ খান পালিয়ে গিয়েছিলেন। শিবাজি কয়েকদিনে অভিযান করে ব্যাপক ধন-সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন। সুরাটের সবথেকে ধনী ব্যবসায়ী ভারজি ভোরাহ-র প্রাসাদ লুঠ হয়েছিল। বস্তুত সুরাটে উপস্থিত হয়ে শিবাজি ঘোষনা করেছিলেন যে তিনি ব্যক্তিগতভবে কোনও ইংরেজ বা অন্য কোনও ব্যবসায়ীর ক্ষতি করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন মুঘল প্রতিনিধি শায়েস্তা খান কর্তৃক পুনার সন্নিহিত অঞ্চল লুঠ ও এর ফলে তাঁর আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহনে। ১৬৬৪-র ৬ই জানুয়ারি থেকে ৯ই জানুয়ারি পর্যন্ত সুরাটে অভিযান চালানোর পর ১০ই জানুয়ারি শিবাজি সুরাট ত্যাগ করেন। ১৭ই জানুয়ারি যখন মুঘল বাহিনীর সাথে সুরাটের গর্ভনর ইনায়েৎ খান সুরাটে প্রবেশ করেন তখন ক্ষুব্ধ জনতা তাদের ধিক্কার জানায় ও তাদের উওপর ময়লা নিক্ষেপ করে। এতে ইনায়েৎ খানের পুত্র ক্ষুব্ধ হয়ে এক নিরীহ দরিদ্র হিন্দু ব্যবসায়ীকে হত্যা করেছিল।

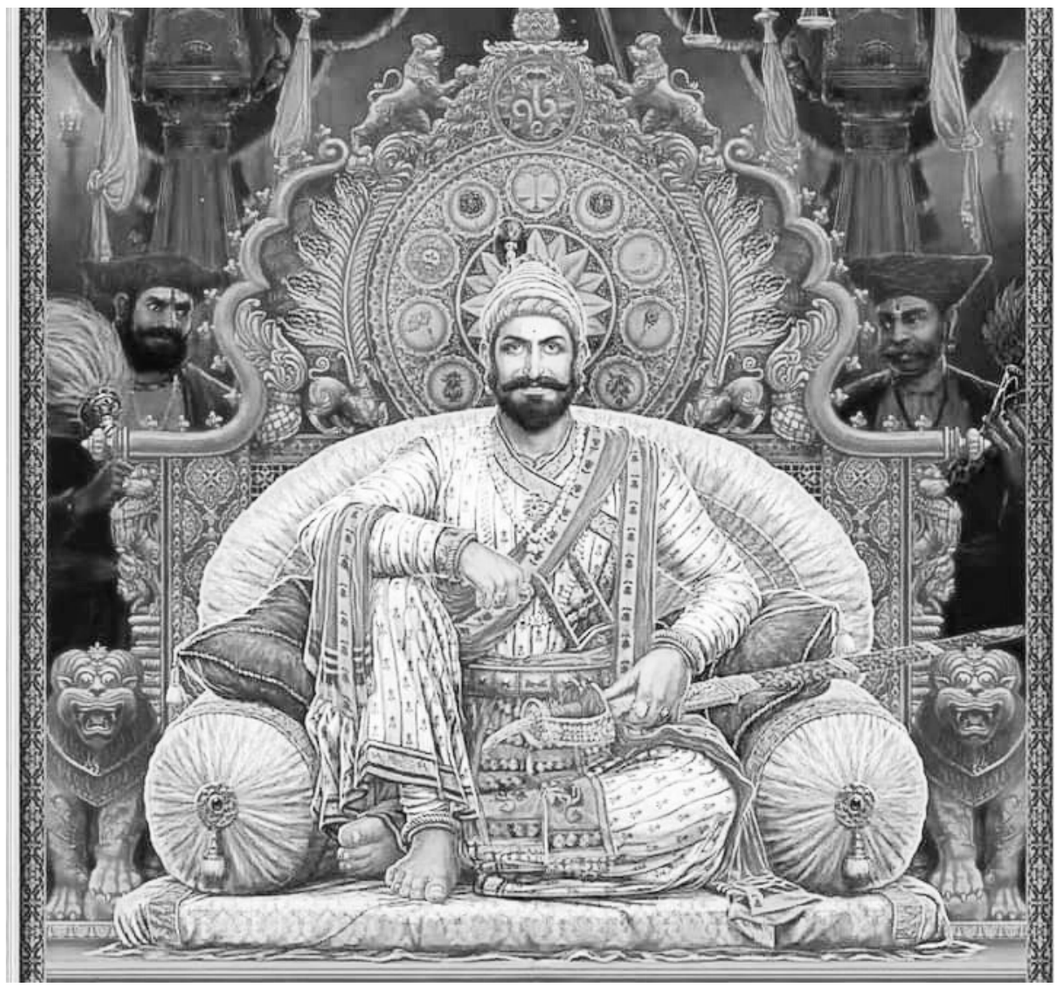

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে কর্মবিরতি, সারি সারি পণ্যবাহী ট্রাক রাস্তায়

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০২।। ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে দুদিন ধরে শ্রমিকদের কর্মবিরতি চলছে। এতে বাংলাদেশের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ। ফলে বেনাপোল অংশে আটকা পড়েছে হাজারও পণ্যবাহী ট্রাক।

রবিবার সকালে বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ১৮ মার্চ সাতক্ষীরার মোস্তফা অরগানিক নামক একটি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তিন টন তেলাপিয়া মাছ বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পণ্যবাহী ওই ট্রাক থেকে ৪০ সোনার বার জব্দ করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। এ ঘটনায় বাংলাদেশি ট্রাক চালক সু-শঙ্কর দাস ও ভারতীয় সিঅ্যান্ডএফ স্টাফ লাল্টুর বিরুদ্ধে মামলা দেয় বিএসএফ। তাদের গ্রেফতার করে পেট্রাপোল থানা পুলিশ। সাজেদুর রহমান আরও বলেন, মিথ্যা মামলা থেকে মুক্তিসহ পেট্রাপোল বন্দরের প্রবেশমুখে দুটি স্ক্যানার মেশিন স্থাপনের দাবিতে কর্মবিরতির ডাক দেন ভারতীয় বন্দর ব্যবহারকারী বিভিন্ন সংগঠন। এতে বন্ধ হয়ে যায় দুদেশের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য। তবে আমদানি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক আছে। বেনাপোল বন্দর ও কাস্টমসে কাজও স্বাভাবিক। বেনাপোল বন্দর পরিচালক আব্দুল জলিল বলেন, ভারতে শ্রমিকদের কর্মবিরতিতে রপ্তানি বন্ধ আছে। তবে আমদানি প্রক্রিয়া স্বাভাবিক। বিষয়টি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়।

গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এবার ধীরে ধীরে গরম বাড়বে দুই বঙ্গেই, স্বাভাবিকভাবেই রোদের দাপটে কাহিল হবে মহানগরী। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ধীরে ধীরে তাপমাত্রা এবার অনেকটাই বাড়তে পারে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম। রবিবার থেকেই বৃষ্টি থেমেছে, আর সোমবার সকাল থেকে রোদের দাপট বুঝিয়ে দিয়েছে গরম এবার বেশ বাড়বে! বৃষ্টি থামতেই ফিরেছে শুষ্ক আবহাওয়া, আবহবিদরা জানিয়েছেন, আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। ধীরে ধীরে গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে, একই অবস্থা থাকবে উত্তরবঙ্গেও।

টর্নেডোর দাপটে আমেরিকায় মৃত্যু বেড়ে ৩২

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (হি.স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যবর্তী এলাকায় টর্নেডোর দাপটে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ৩২। গত শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া এই টর্নেডো এখনও পর্যন্ত ভেঙেছে বহু ঘরবাড়ি, উপড়ে ফেলেছে গাছ। ওয়েন, আরাকানসাসে এখনও পর্যন্ত ৪ জন মারা গেছেন এই ঘটনায়। আরাকানসাস, ইন্ডিয়ানা, টেনেসিতে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ তে।

এছাড়াও মেমফিসে মৃত ৩। যার মধ্যে ২ জন শিশু এবং একজন বয়স্ক ব্যক্তি রয়েছেন। ঝড়ের গতির পরিমান ছিল প্রায় ১৭০ প্রতি ঘন্টা। গত শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পরিদর্শন করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের রোলিং রক এলাকা। যেখানে টর্নেডোর দাপটে মৃত প্রায় ১৩ জন।

খাদে ভ্যান, মৃত্যু ২

শিমলা, ৩ এপ্রিল (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের সিরমৌর জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানে দু'জন ছিলেন, দুর্ঘটনায় দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দাদাহু এলাকার পানিয়ালির কাছে। মৃতরা হলেন-বিনোদ ও দিলা রাম। তাঁদের বাড়ি শিমলা জেলার নেরভা এলাকায়।

সোমবার সকালে পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে দাদাহু এলাকার পানিয়ালির কাছে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায়। অনেক নীচে পড়ে যাওয়ায় পিকআপ ভ্যানটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শিমলার বাসিন্দা দু'জনের। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জম্মুর সাম্বায় প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

জম্মু, ৩ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় বিপুল পরিমানে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করল পুলিশ। ড্রোনের সাহায্যে পাঠানো হয়েছিল সমস্ত কিছু, সোমবার তা উদ্ধার করল পুলিশ। সাম্বা জেলার বিজয়পুরের রাখ বারুতিয়া গ্রামে একটি প্যাকেট পাওয়া যায়, প্যাকেটটি ড্রোনের সাহায্য নামানো হয়েছিল। সেই প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

সাম্বার এসএসপি বেনাম তোশ জানিয়েছেন, সোমবার একটি সন্দেহজনক বস্তু সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াডকেও ডাকা হয়। ৩টি পিস্তল, ৪টি গ্রেনেড, ৬টি ম্যাগাজিন ও ৪৮ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকারে ইগনুর প্রশংসনীয় ভূমিকায় রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল(হি.স.) : ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (ইগনু) "উচ্চ শিক্ষার অ্যাক্সেস" প্রচারে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

সোমবার রাষ্ট্রপতি ইগনুর ৩৬তম সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। রাষ্ট্রপতি আজকে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পাওয়া ২ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৫৫ শতাংশ। স্বর্ণপদক জয়ীদের অর্ধেকের বেশি মেয়ে শিক্ষার্থী।তিনি বলেন, "অ্যাকসেস টু হায়ার এডুকেশন" প্রচারে ইগনু একটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। আমি জেনে বিশেষভাবে আনন্দিত যে, মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী গ্রামীণ পরিবেশের এবং ৫০ শতাংশ মহিলা। রাষ্ট্রপতি বলেন, শিক্ষার আলো অন্ধকারে আলো ছড়ায়। আমি বিশেষভাবে আনন্দিত যে হাজার হাজার জেলের কয়েদিও ইগনু থেকে শিক্ষা পাচ্ছে। এই শিক্ষা কারাগারের বন্দিদের পুনর্বাসনে এবং জেল থেকে মুক্তির পর তাদের উন্নত জীবন শুরু করতে সহায়ক হবে। তিনি বলেন, অনেক শিক্ষার্থীর দায়িত্ব ও পরিস্থিতির কারণে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইগনু-র মতো প্রতিষ্ঠান এই ধরনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদানে সহায়তা করছে। এভাবে দূরশিক্ষার ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করে, ইগনুর উপাচার্য নাগেশ্বর রাও বলেন, এটি বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে এখানে ৩৫ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। এতে আরও ৪০টি দেশের শিক্ষার্থীরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনলাইনে অভিনব প্রতারণা!

এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও প্রায় এক লক্ষ টাকা

সোনারপুর, ৩ এপ্রিল (হি.স.): অভিনব অনলাইন প্রতারণার শিকার হলেন রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের এক কর্মী। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে গেল প্রায় এক লক্ষ টাকা। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সোনারপুর থানা এলাকার কোদালিয়ার বাসিন্দা কার্তিক দাস। অনলাইন সাইটে তাঁর একটি গাছ পছন্দ হয়। সেই গাছটি বুক করেন তিনি। পদ্ধতি মেনে গাছের দামও অনলাইনেই পেমেন্ট করেন।

দু''দিনের মধ্যে সেই গাছ ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে কনজুমার ফোরামে অভিযোগ জানাবেন বলে মনস্থির করেন। সেই মত অনলাইন থেকে কনজুমার ফোরামের নম্বর নিয়ে অভিযোগ জানান। অভিযোগ জানানোর জন্য তার কাছ থেকে ২ টাকা চাওয়া হয়। তিনি তা দিয়েও দেন। তারপরেই তার অ্যাকাউন্ট থেকে ৯৯ হাজার ৯৯৯ টাকা কেটে নেওয়া হয়। প্রতারণার শিকার হয়েছেন বুঝতে পেরে সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

রিষড়াতে অশান্তির ঘটনায় গ্রেফতার ১২

রিষড়া, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : হুগলি জেলার রিষড়ায় অশান্তির ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এছাড়াও অনেকজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিনা প্রয়োজনে কেউ যেন বাড়ির বাইরে না বের হন।

রবিবার রিষড়ার সন্ধ্যাবাজার এলাকায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের মিছিলে অশান্তি ছড়ায়। ঘটনার পর থেকে থমথমে এলাকা। রিষড়া এবং মাহেশে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা।

এলাকায় বসেছে পুলিশ পিকেট। অশান্তির ঘটনায় রবিবার রাত থেকে সোমবার দুপুর পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই কাণ্ডে আটক করা হয়েছে আরও অনেককে।

পাশাপাশি, রিষড়া এবং মাহেশ এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। সোমবার সকাল থেকে থমথমে এলাকা। গাড়ি ও বাইক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ।

ঘটনার পর এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বসেছে পুলিশ পিকেট। সোমবার সকাল থেকে এলাকায় প্রচার চালানো হল পুলিশের তরফে। অকারণে বাইরে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে জনসাধারণকে। পাশাপাশি, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ১৪৪ ধারা মেনে চলারও। রবিবার অশান্তির পর থেকে বন্ধ সন্ধ্যাবাজার। এ ছাড়া জিটি রোড খোলা থাকলেও তার পার্শবর্তী দোকানগুলি রয়েছে বন্ধ। রাস্তাঘাটে লোকজনের জমায়েত নেই।

এদিকে, হুগলির রিষড়ায় অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইলেন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ।

এই মর্মে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি লিখেছেন আক্রান্ত এই বিজেপি বিধায়ক। ২ এপ্রিল, রবিবারই হাসপাতাল থেকেই চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির পরিবেশের বর্ণনা দিয়ে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বিমান।

রবিবার রিষড়ায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মিছিল সন্ধ্যাবাজার এলাকায় পৌঁছতেই অশান্তি শুরু হয়। অভিযোগ, পরিকল্পনামাফিক আগে থেকেই সেখানে মিছিলে বাধা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এক দল দুষ্কৃতী। মিছিলে তাঁরা ঢিল ছোড়েন।

এমনকি, বোমাবাজি এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। সংঘর্ষে আহত হন পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান। ওসি-সহ কয়েকজন পুলিশও জখম হন। রবিবারের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বিধায়ক বিমান ঘোষ।

প্রয়াত প্রাক্তন বিচারপতি টি বি রাধাকৃষ্ণন

কোচি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল বি রাধাকৃষ্ণন প্রয়াত হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। সোমবার সকালে কেরলের কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিচারপতি রাধাকৃষ্ণন তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্বভার পালন করেছেন। শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে কোচির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি থোট্টাথিল বি রাধাকৃষ্ণন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার সকালে জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। দীর্ঘ ১২ বছরের বেশি সময় ধরে কেরল হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন রাধাকৃষ্ণন, তিনি কলকাতা হাইকোর্টেরও প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তেলেঙ্গানায় বিশেষ হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি ছিলেন রাধাকৃষ্ণন। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্বভার পালন করেছেন তিনি।

পাপুয়া নিউগিনিতে ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্প

পোর্ট মোরেসবি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র পাপুয়া নিউগিনি। সোমবার ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে পাপুয়া নিউগিনি। ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। জারি হয়নি সুনামির সতর্কতাও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, সোমবার ভোরে পাপুয়া নিউ গিনির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৭.০ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়।স্থানীয় সময় ভোর ৪.০০ নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উপকূলীয় শহর ওয়েওয়াক থেকে ৯৭ কিলোমিটার (৬০ মাইল) দূরে ও ৬২ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র। এই ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সংক্রমণ বেড়ে ১,৮৩০, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ১১ জনের

করোনাকে ভয় পাবেন না, সতর্ক হোন: ডাঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল(হি.স.) : দেশবাসীকে করোনাকে ভয় না পেয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মান্ডাভিয়া। সোমবার তিনি বলেন, ভয় পাওয়ার একেবারেই দরকার নেই। ওমিক্রনের সাব-ভেরিয়েন্ট দেশে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা বাড়ায়নি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মান্দাভিয়ার এই মন্তব্য এমন সময়ে এসেছে যখন দেশে নতুন করোনা রোগীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। প্রতিদিন তিন হাজারের বেশি রোগী আসছেন। সোমবার করোনা সংক্রমণের হার ৬ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এর কারণ হল করোনার ওমিক্রন ভেরিয়েন্টের এক্সবিবি.১.১৬ সাব-ভেরিয়েন্টটিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ চিন্তা বাড়িয়ে রোজই বাড়ছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১, ৮৩০ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ১১ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২০,২১৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,২৬,২৪৬-তে পৌঁছেছে। ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৮৯২-এ পৌঁছে গিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৭৫,১৩৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০২ হাজার ৭৯৯ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৬,১১, ৮১৪। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ৫৯,৫১২ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ সম্বিতের, তোপ দাগল কংগ্রেসও

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেস প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তাঁর প্রশ্ন, মমতা আদৌ কি ঠিক করেছেন তিনি কোন পক্ষে আছেন? একইসঙ্গে রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বকে আক্রমণ করেছেন সম্বিত।

সোমবার সকালে সল্টলেকে রাজ্য বিজেপির অফিস থেকে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন সম্বিত। সেখানে তিনি রাহুল গান্ধীর মামলায় সুরাটের আদালতের রায় এবং সেই রায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করেন। সম্বিত বলেছেন, রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসকে আমরা কিছু প্রশ্ন করতে চাই, রাহুল গান্ধীজি আপনি ওবিসি-দের অপমান করেছেন, এটা কি সত্যি নয়? আপনি কি বিচার ব্যবস্থার ওপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন না? সম্বিত আরও বলেছেন, 'রাহুলজি আপনি ওবিসি সমাজকে এত ঘৃণা করেন কেন? ভারতীয় বিচারব্যবস্থায় আপনার আস্থা নেই কেন? ভারতের গণতন্ত্রের প্রতি আপনার এত ঘৃণা কেন? তাঁদের (কংগ্রেস) অহংকার দেখুন, তাঁরা দেশে নিজেদের জন্য আলাদা আইন চাইছে।'

এদিনের বৈঠকে মমতার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয় সম্বিতকে। রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের পর মমতা তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি, তিনি বিরোধী দলগুলিকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একজোট করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সম্বিতের পাল্টা প্রশ্ন, মমতা আদৌ কি কংগ্রেসের পাশে আছেন? তিনি বলেন, "আমি তো অবাক হয়ে যাই। মমতা সকালে এক রকম কথা বলেন, সন্ধ্যায় আর এক রকম। সকালে ফুল নিয়ে গান্ধী পরিবারের কাছে যান, সন্ধ্যায় আবার বলেন রাহুলের দ্বারা হবে না। আগে মমতাজিকে জিজ্ঞাসা করে আসুন, রাহুলের দ্বারা কিছু হবে? না হবে না?"

অনগ্রসর শ্রেণীদের অপমান ভারত বরদাস্ত করবে না : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আবারও আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন, অনগ্রসর শ্রেণীদের প্রতি অপমান ভারত এখনই বরদাস্ত করবে না।

সোমবার সকালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। সেই সময় রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ভারত কখনই অনগ্রসর শ্রেণীর অপমান সহ্য করবে না...এর আগে পিভি নরসিমহা রাও, পি চিদম্বরম, ডি কে শিবকুমারও জেলে গিয়েছিলে, কতজন কংগ্রেসের লোক তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিল? এরপরই অনুরাগের প্রশ্ন, দেশের চেয়ে একটা পরিবার কি বড়?

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

‘ক্রিকেট’-এর ভাষা বুঝেছেন, বিজ্ঞানীর সম্মানার্থে নামকরণ নব পতঙ্গদ্বয়ের

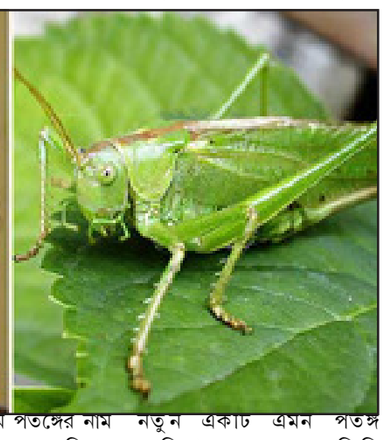

তিনি কীট পতঙ্গ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। মূলত ঝিঁঝিঁ পোকা জাতীয় পতঙ্গের ডাকের যে শব্দ তার বিভিন্ন অর্থ হয়, কি ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রকারভেদ নিয়ে কাজ করছেন। আজ প্রায় ২৬ বছর হয়ে গিয়েছে এই কাজ করে চলেছেন তিনি। এবার তাকেই সম্মান দুই দেশের। এই জাতীয় দুটি পতঙ্গের নামকরণ করা হল তাঁর নামেই। তিনি রোহিণী বালাকৃষ্ণণ। দেশ থেকে বিদেশ তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন ওঁদের ডাক শুনতে। ওঁরা কি বলতে চাইতে তা বুঝতে। দীর্ঘদিন কাজ করে বহু সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাজের সম্মানের জন্য পতঙ্গের নামকরণ তাঁর নামেই , এমন কখনও হয়নি। এবার সেটাই হয়েছে। মেক্সিকো ও তাঁর আপন জন্মভূমি ভারত তাঁর নামে পতঙ্গের নাম দিয়েছে। একটি নতুন আবিষ্কার হওয়া পতঙ্গের নাম অক্ট্যাস্থাস রোহিনেই। এই নামটি দিয়েছে ন্যান্সি কলিন্স। তিনি মার্কিন নাগরিক এবং এই ক্রিকেট জাতীয় পতঙ্গ নিয়েই দীর্ঘদিন কাজ করছেন। তিনি জানিয়েছেণ , ‘আমি ওঁর সঙ্গে কোনওদিন কাজ করিনি বা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়নি। তবে আমি ভারতীয় ক্রিকেট জাতীয় পতঙ্গদের বিষয়ে অনেক প্রশ্ন অনেক সময়েই করেছি উনি তাঁর অমুল্য সময় থেকে আমায় সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন , যা আমার কাজকে এফিয়ে নিয়ে যেতে অনেক সাহায্য করেছে। তাই ওনার সম্মানার্থে এই নামকরণ’ মঞ্জরী জৈন তিনিও নতুন একটি এমন পতঙ্গ আবিষ্কার করেছেন। তিনি রোহিণী বালাকৃষ্ণণের নামে নামকরণ করেছেন এই পতঙ্গের। মঞ্জরীকেও অনেক কাজে সাহায্য করেছেন রোহিণী বালাকৃষ্ণণ। তাই তাঁকে সম্মান জানিয়ে তাঁর এই নামকরণ। কেরালায় প্রাপ্ত এই নয়া পতঙ্গের নাম দেওয়া হয়েছে টেলিয়োগ্রিলাস রোহিণী। ক্রিকেট গ্রিলিডা পরিবারের পতঙ্গ। এদের সঙ্গে ঝিঁঝিঁ পোকার সম্পর্ক রয়েছে এবং দূরসম্পর্কীয়ভাবে ঘাস ফড়িংয়ের সঙ্গে যোগ মিলেছে। এদের শরীর প্রধাণত বেলনাকার, মাথা গোলাকার এবং লম্বা এ্যান্টেনা রয়েছে। মাথার পেছনটা মসৃন। পেটের নিচের অংশ শেষ হয়েছে এক জোড়া লম্বা কাটা সদৃস; মেয়েদের রয়েছে একটি লম্বা বেলনাকার। পেছনের পায়ের রয়েছে লম্বা থাই, যা লাফ দেয়ার জন্য শক্তি যোগায়। সামনের পাখনা শক্ত, পাখনা ঢেকে রাখার চামড়ার আস্তরন রয়েছে এবং কিছু ঝিঁঝি পোকা এই অংশগুলো পরস্পর ঘষে আওয়ার সৃষ্টি করে। পেছনের পাখনা ঝিল্লিময় এবং ভাজ করে রাখা যায় উড়ার জন্য। অনেক প্রজাতি আছে যারা আবার উড়তে পারে না। এই পরিবারের সবচেয়ে বড় পোকার নাম বুল ঝিঁঝিঁ পোকা, যা ৫ সেমি,২ ইঞ্চি লম্বা হয়। ৯০০ টিরও বেশি ঝিঁঝিঁ পোকার প্রজাতি চিহ্নিত করা আছে; গ্রিলিডা বর্গটি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় এর বেশিরভাগ বৈচিত্র্য দেখা যায়।

এদের বিভিন্ন জায়গায় বসতি করতে দেখা যায় যেমন ঘাসে, ঝোপে, বনের গুহায়, জলাভূমি এবং বেলাভূমিতে। ঝিঁঝিঁ পোকারা নিশাচর, এদের সহজে চেনা যায় তাদের শব্দের জন্য। এই ডাক আসলে মেয়েদের কাছে টানার জন্য পুরুষ ঝিঁঝিঁ পোকা দিয়ে থাকে। আবার এদের মধ্যে কিছু প্রজাতি আছে যারা শব্দ করতে পারে না। যারা গান বা ডাক দিতে পারে তারা ভাল শ্রবণ শক্তিরও অধিকারি কারণ তাদের হাটুতে আছে টিমপানা।

কৃষ্ণ গহ্বর সহ আকাশগঙ্গা ছায়াপথের অত্যাশ্চর্য ছবি প্রকাশ করল নাসা

নাসা মাঝে মধ্যেই শেয়ার করে মহাবিশ্বের অদ্ভুত জিনিসের বিভিন্ন ছবি। মানুষকে মোহিত করার জন্য ওই ছবিগুলোই যথেষ্ট। কিছুদিন আগে মোহময়ী এক গ্যালাক্সির ছবি পোস্ট করেছিল নাসা। এবার তারা এক ব্ল্যাক হোল বা কৃষ্ণ গহ্বরের ছবি শেয়ার করল। এই কৃষ্ণ গহ্বর থেকে যে আলোর ছটা বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আর তা দেখে মোহিত আমআদমি। নাসার চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রামে প্রোফাইলে এই ব্ল্যাক হোলের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। এই বৃহৎ কৃষ্ণ গহ্বরের নাম। সূর্যের চেয়ে এটি ৪ মিলিয়ন গুণ বেশি ভারী। নাসা ছবিটি শেয়ার করে লিখেছে এই আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে একাধিক বস্তু। যার মধ্যে রয়েছে মেঘ, গ্যাস, প্রচুর নিউট্রন স্টার, সাদা বামনাকৃতির তারা । সেখানেই বলা হয়েছে যে এর ভর সূর্যের চেয়ে ৪ মিলিয়ন গুণ বেশি। ইন্টারনেটে ছবিটি প্রকাশ পাওয়ার পর ২০ হাজার লাইক পড়ে গিয়েছে। এই কৃষ্ণ গহ্বরের গভীরতা এতটাই যে এখানে কিছুই পৌঁছয় না। এমনকী আলোও নয়। কিছুদিন আগে নাসা একটি নীলাভ মোহময়ী গ্যালাক্সির ছবি পোস্ট করে। সেটি পৃথিবী থেকে ১০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ছবিতে দেখা যায় ছায়াপথটির সর্পিল বাহু অজস্র নতুন নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত। গোটা ছায়াপথ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে মোহময়ী নীল আলো। এই ছায়াপথের মধ্যভাগে রয়েছে একটি পুরনো নক্ষত্র। যার রং লালচে। লালচে নক্ষত্রের চারপাশে নীল আভা ছড়িয়ে থাকায় গোটা ছায়াপথকে অত্যন্ত সুন্দর দেখতে লাগছে। এই নীল রং মূলত নবীন নক্ষত্র থেকে আসছে বলে জানায় নাসা। এই ছায়াপথের নাম দেওয়া হয়েছে। এক দশকেরও আগে জার্মানের জ্যোতির্বিদ উইলহেম টেম্পেল এটি প্রথম আবিষ্কার করেন। সালটি ছিল ১৮৭৬। এবার তার হাই রেজলিউশনের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একই ফ্রেমে এর ছবিও প্রকাশ করেছে নাসা। মহাকাশ থেকে তোলা হয়েছে ছবিটি। জায়গাটি ভূমধ্যসাগরের উপর। মহাকাশ থেকে তোলা এই ছবিতে দুই কৃত্রিম উপগ্রহের পিছনে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব ভূমধ্যসাগরের ছবি। এই ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ছবিটি তুলেছে মহাকাশচারী অদ্ভু মরগ্যান। ২০১৯ সালের আগস্ট মাসে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন থেকে ছবিটি তোলা হয়েছিল বলে জানায় নাসা। সেই ছবিই তারা প্রকাশ করে।

একই সঙ্গে অনেক ফোনে তথ্য পাঠানো যাবে গুগল নিয়ারবাই শেয়ারে

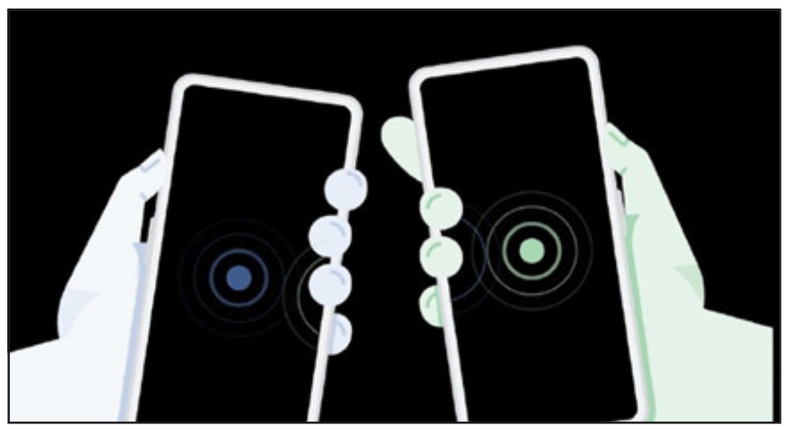

এক ফোন থেকে অন্য ফোনে তথ্য শেয়ার করার ক্ষেত্রে গুগল নিয়ারবাই শেয়ার অ্যাপে আরও উন্নতি ঘটাতে কাজ করছে। গুগলের এই নতুন যোগ করা ফিচারের ফলে এক সঙ্গে অনেককে ফাইল ও নানা ছবি ভিডিও পাঠাতে পারবে ব্যবহারকারী। গুগল এই অ্যাপটি ২০২০ সালে চালু করে। অ্যান্ড্রয়েড এক ফোন থেকে অন্য ফোনে তথ্য পাঠানোর জন্য গুগল নিয়ারবাই শেয়ার অ্যাপে উন্নতিতে কাজ করছে। গুগলের এই নতুন ফিচারের অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী একই সময়ে একাধিক জনকে নানা ফাইলস, লিঙ্ক এবং কন্ট্যাক্ট পাঠাতে পারবে। এর আগে গুগলের এই অ্যাপে একজন অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী এক সময়ে একজনকে তথ্য ভাগ করতে পারতো। এই নতুন ফিচারে ফোনের স্ক্রিন বন্ধ থাকলেও ব্যবহারকারী বড়ো কোনও ফাইল পাঠাতে অসুবিধা হবে না। কারণ নতুন ফিচারের ফলে ফোনের স্ক্রিন বন্ধ থাকলেও ফাইল পাঠাতে পারবে ব্যবহারকারী। ২০২০ সালে প্রকাশ পাওয়া এই গুগল নিয়ারবাই শেয়ার অ্যাপেল এয়ারড্রপের সমতুল্য। ৯টু৫গুগলের তথ্য অনুযায়ী গুগলের ফাইল শেয়ার করার এই অ্যাপটি কাছাকাছি থাকা অন্যন্য অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অবস্থান উল্লেখ করবে। আশেপাশে দেখানো অ্যান্ড্রয়েড ফোনের ব্যবহারকারীকে কিছু পাঠানোর দরকার হলে তা পাঠানো যাবে এই অ্যাপেরর মাধ্যমে। ব্যাবহারকারী চাইলে কাছের অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ফাইলস, লিঙ্ক এবং অন্যান্য নানা জিনিস পাঠাতে পারে। নতুন সেটিংসকে পরিবর্তন করে অল কন্ট্যাক্ট সেটিংস করা হয়েছে যার ফলে কন্ট্যাক্ট সেটিংস-এর উপর নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গুগলের এই নতুন ফিচারের কুইক সেটিং অপশন থাকবে যার ফলে ব্যবহারকারী কোনও কিছু দৃশ্যমান জিনিস দেখানো বা লুকিয়ে রাখার বিষয়ে নির্বাচন করতে পারবে। নয়া ফিচারে পপ-আপ মেনুতে থাকা কুইক সেটিং আইকনে ট্যাপ করলে লুকিয়া রাখা জিনিসগুলি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এছাড়াও নিয়ারবাই সেটিংসে একটি টেম্পরারি মোড রয়েছে যা, ৫ মিনিট পর পুনরায় নিজের মূল পেজে ফিরে যায়।

৪০০০ টাকা ছাড়ে মিলছে রেডমি নোট ৯

রেডমি নোট ৯ এর ওপরে অ্যামাজনে মিলছে বিশেষ ছাড়। অ্যামাজনে ৪০০০ টাকা ছাড়ে গ্রাহকরা পাবে এই ফোন। ৪জিবি৬৪জিবি স্টোরেজের ৪৮ মেগাপিক্সেল কোয়াড ক্যামেরা ও ফুল এইচডি ডিসপ্লে এই ফোনের জন্য অ্যামাজনে মিলছে ১০০০ টাকার এক্সচেঞ্জ অফারও।
গ্রাহকরা অ্যামাজনে রেডমি নোট ৯ এ পাবে দামের ওপরে ২৭ ছাড়। রেডমির এর ফোনের দাম ১৪, ৯৯৯ টাকা। রেডমির এই নোট ৯ এ ২৭ ছাড় মেলায় এই ফোন অ্যামাজনে পাওয়া যাচ্ছে ১০, ৯৯৯ টাকায়।
অ্যামাজনের এই ফোন অর্ডার দেওয়ায় গ্রাহকদের ৪০০০ টাকা সাশ্রয়ের পাশাপাশি কোনো ডেলিভারি চার্জ দিতে হচ্ছে না এই ফোনের জন্য। আবার ১৯ মার্চ অবধি ফাস্ট ডেলিভারির ব্যবস্থা পাবে গ্রাহকরা।
এই সমস্ত সুবিধা ছাড়াও গ্রাহকরা রেডমি নোট ৯ এর ফোনের জন্য অ্যামাজনে পাবে ইএমআই এর সুবিধা। ৫১৮ টাকা থেকে ইএমআই শুরু হচ্ছে অ্যামাজনে। তবে দামের ইএমআই এর জন্য বেশি টাকা দিতে হবে না অর্থাৎ নো কষ্ট ইএমআই এর সুবিধা রয়েছে অ্যামাজনে।
অ্যামাজনে গ্রাহকরা ইএমআই এর জন্য ব্যবহার করতে পারবে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড, বড়োদা ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ক্রডিট কার্ড, সিটি ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড, কোটাক এসবিআই ও ইয়েস ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড। এইবিআই এর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করলে ১০ ডিসকাউন্ট পাবে গ্রাহকরা। এছাড়াও বরোদা ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডে ১০ ডিসকাউন্ট ও ১৫০০ টাকার ইনস্ট্যান্ট ডিসকাউন্ট পাবে গ্রাহকরা। গ্রাহকরা দুটি মাসে ভাগ করে ইএমআই দিতে পারবে অ্যামাজনে। ৩ মাসে ৩,৬৬৬ টাকা করে ইএমআই ও ৬ মাসে ১,৮৩৩ টাকা করে ইএমআই এর ব্যবস্থা রয়েছে অ্যামাজনে।
ভারতে ও চিনে তৈরি রেডমি নোট ৯ এ রয়েছে আল্ট্রা ওয়াইড ৪৮এমপি রিয়ার ক্যামেরা, ডেপ সেন্সার, নাইট মোড, এইচডিআর এবং ফন্ট ক্যামেরার জন্য রয়েছে ১৩এমপি ফন্ট ক্যামেরা। এছাড়াও রেডমি নোট ৯ এ রয়েছে ৪জিবি ৬৪জিবি স্টোরেজ ও একটি বেশি স্টোরেজের জন্য ৫১২জিবির এক্সটারনাল একটি জায়গা। এই ফোনে রয়েছে ৫০২০মেগাহার্জ ব্যাটারি যা ২২.৮ ওয়াট ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে।

স্বতন্ত্র লেখক ও সাংবাদিকদের জন্য ফেসবুক এনেছে এক নয়া প্লাটফর্ম

ফেসবুক নিয়ে আসতে চলেছে একটি নতুন ফিচার। স্বতন্ত্র লেখক এবং সাংবাদিকদের জন্য নিয়ে আসছে এক নতুন প্লাটফর্ম। এই নতুন প্লাটফর্মের মাধ্যমে স্বতন্ত্র লেখক এবং সাংবাদিকদরা তাদের লেখা পৌছে দিতে পারবে পাঠকদের কাছে। এছাড়াও এই নতুন প্লাটফর্মের ফলে লেখক ও সাংবাদিকরা ইমেল নিউজ লেটার ও স্বতন্ত্র ওয়েব সাইটে নিজেদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ফেসবুকের নতুন এই ফিচার আগামী বেশ কিছু মাসের মধ্যে প্রকাশ পেতে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।
বহু লেখক এবং সাংবাদিকরা বর্তমানে ইমেল নিউজলেটার ব্যান্ডউয়াগনটি স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় মাধ্যমকে প্রাধান্য দিচ্ছে। এর ফলে তারা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন মডেল দেখতে পাবে এবং তা পড়তে পারবে।সম্প্রতি অর্জন করার অনলাইন মাধ্যম সাবস্ট্রেক, মিডিয়াম, টুইটারের মতো মাধ্যমগুলি তাদের স্পেস বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যেখানে লেখকরা তাদের পাঠকদের কাছে লেখা পৌছে দেবার জন্য টাকা ও

ফ্রি ইমেল নিউজলেটার পাবে।
ফেসবুকের নতুন এই প্লাটফর্মে প্রথমে লেখককে একটি সাবস্ক্রিপশন নিতে হবে। এই সাবস্ক্রিপশনের বিষয়টি লেখকরা ফেসবুকের পেজে পেয়ে যাবে। ফেসবুক কোম্পানি জানিয়েছে লেখক একটি গ্রুপ বানাতে পারবে নিজের পাঠকদের জন্য। বিশ্বের সবথেকে বড়ো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ফেসবুক আগামী তিন বছরের জন্য সংবাদ মাধ্যমের জগতে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারতীয় টাকার হিসেবে ফেসবুকের এই ইনভেস্ট করার মুল্য প্রায় ৭,২৬০ কোটি টাকা। ফেসবুকের এই সংবাদ মাধ্যমের দুনিয়ায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রথম স্থানে রয়েছে অস্ট্রেলিয়ান সরকার কারন তারা কনটেন্টের জন্য বিপুল পরিমানে নিউজ আউটলেট প্রদান করে থাকে।
বিশ্বের সবথেকে বড়ো নেটওয়ার্ক ফেসবুক ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি লঞ্চ করে মার্ক জুকারবার্গ। এর পর ২০০৫ সালে তা ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাজের। বিশ্বের প্রায় অর্ধেকের বেশি শতাংশ মানুষ এই ফেসবুক ব্যবহারকারী। ফেসবুক তার ব্যবহারকারীর জন্য নানা চমক বহুবার এনেছে। কখনও ফেসবুকে যুক্ত হয়েছে ভিডিও কল, কখনও নানা অ্যাপ। সোশ্যাল মিডিয়ার আরও এক জনপ্রিয় অ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এই ফেসবুকের মধ্যে রয়েছে। আর এবার ফেসবুক লেখক ও সাংবাদিকদের তাদের পাঠকদের কাছে লেখা পৌছে দেবার জন্য এনেছে এই নয়া প্লাটফর্ম। এই নতুন প্লাটফর্ম লেখকদের খুব উপকারে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

মঙ্গলে এখনও রয়েছে জল! চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ বিজ্ঞানীদের

কোটি কোটি বছর আগে মঙ্গলেও জল ছিল। হ্রদ ও মহাসাগরের গ্রহ ছিল মঙ্গল। কিন্তু এখন মঙ্গলের রুক্ষ শুষ্ক মাটি দেখে তা বোঝার উপায় নেই। কীভাবে মঙ্গল থেকে উধাও হল জল? কীভাবে জল শুষ্ক পাথরে পরিণত হল, তা এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য। কিন্তু মঙ্গলে যে একসময় জল ছিল তা স্পষ্ট করলেন বিজ্ঞানীরা।
অনেকেই মনে করেন মঙ্গলের জল বাষ্পাকারে উড়ে গিয়েছে মহাশূন্যে। কিন্তু নতুন গবেষণা বলছে এমনটি হয়নি মোটেই। বিজ্ঞানীদের মতে মঙ্গলের জল কোথাও অন্তর্হিত হয়নি। তা খনিজ ও ভূপৃষ্ঠের কিছু কঠিন আবরণের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছে। সায়েন্স প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে তার মুখ্য লেখিকা ইভা স্কেলার জানিয়েছেন, ভূপৃষ্ঠের এই কঠিন আবরণগুলি হাইড্রেটেড মিনারেল থেকে তৈরি হয়েছে। এই খনিজগুলির মধ্যে জলের ক্রিস্টাল রয়েছে। তাঁর গবেষণা অনুসারে ৩০ থেকে ৯৯ শতাংশ জল এই ধরনের খনিজগুলির মধ্যে বন্দি হয়ে রয়েছে। অতীতে গোটা মঙ্গল গ্রহ জুড়ে জল ছিল বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের মতে মোটামুটি ১০০ থেকে ১ হাজার ৫০০ মিটার মহাসাগর ছিল মঙ্গলে। কিন্তু যেহেতু ইতিহাস অনুযায়ী এই গ্রহ আগেই তার চৌম্বকত্ব হারিয়েছে তাই এর বায়ুমণ্ডল উত্তরোত্তর দূরে সরে গিয়েছে। মঙ্গল থেকে জলের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাওয়ার এটি একটি কারণ।
কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে কিছুটা পরিমাণ জল উধাও হয়ে গেলেও অনেকটাই মঙ্গলে রয়ে গিয়েছে। মঙ্গলে রোভার গ্রহ থেকে উল্কাপিণ্ড সংগ্রহ করতে চেষ্টা করছে। বিজ্ঞানীরা লাল গ্রহে হাইড্রোজেনের সন্ধান শুরু করেছেন। কারণ এটিই জলের মূল উপাদান। হাইড্রোজেনের বিভিন্ন ধরনের পরমাণু রয়েছে।
তার মধ্যে বেশিরভাগেরই নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন রয়েছে। মাত্র ০.০২ শতাংশের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রন রয়েছে যা হাইড্রোজেনের পরমাণুকে ভারী করে। এদের ভারী হাইড্রোজেন বলে।
যেহেতু গ্রহের বায়ুমণ্ডলে হালকা পদার্থ দ্রুত বেরিয়ে যায়, তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভারী হাইড্রোজেনকে রিছনে ফেলে জলের ক্ষয়ীভূত হয়েছে।

নানা কার্যসূচির মাধ্যমে আজ থেকে গুয়াহাটিতে শুরু দ্বিতীয় দফার ত্রিদিবসীয় জি-২০ বৈঠক

গুয়াহাটি, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : আজ সোমবার থেকে নানা কার্যসূচির মাধ্যমে গুয়াহাটিতে ত্রিদিবসীয় জি-২০ এনগেজমেন্ট গ্রুপের দ্বিতীয় দফার বৈঠক শুরু হচ্ছে। বৈঠক চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত।

ভারতের অধ্যক্ষতায় জি-২০-র দ্বিতীয় এনগেজমেন্ট গ্রুপ বা নিয়োগ গোষ্ঠীর বৈঠকে ১৯-এর বেশি জি-২০ সদস্য দেশ, সাত অতিথি দেশ এবং পাঁচটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের ৭২ জনের বেশি প্রতিনিধি ইতিমধ্যে গুয়াহাটি পৌঁছে গেছেন।

উল্লেখ্য, সকলের জন্য শক্তিশালী, বহনক্ষম, ভারসাম্যযুক্ত এবং চাকরি-সমৃদ্ধ বিকাশের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে শ্রম, নিয়োগ ও সামাজিক বিষয়াবলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে নিয়োগ গোষ্ঠীর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের শ্রম ও নিয়োগ মন্ত্রালয় জি-২০-র ভারতীয় অধ্যক্ষতার সময়কালে নিয়োগ গোষ্ঠীর নডাল মন্ত্রালয়। এই নিয়োগ গোষ্ঠীর ২০২৩-এর জন্য তিনটি মূল অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের ফলাফলের ওপর ঐকমত্য গড়ে তুলতে জি-২০ নিয়োগ গোষ্ঠীর দ্বিতীয় বৈঠক এক গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

তিনটি ক্ষেত্র যথাক্রমে বিশ্বব্যাপী দক্ষতার ব্যবধান দূর করা, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম অর্থনীতি এবং সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার বহনক্ষম অর্থ সাহায্য।

বৈঠকের আজ প্রথম দিন শিক্ষা নিয়োগ গোষ্ঠী, ডিজিটাল অর্থনীতি নিয়োগ গোষ্ঠীর, আর্থিক টর্যাক, জি-২০ উদ্যোগীকরণ গবেষণা কেন্দ্র, এল-২০ এবং বি-২০-র অধ্যক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন অগ্রাধিকার ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আলোকপাত করা হবে।

দ্বিতীয় নিয়োগ গোষ্ঠীর বৈঠকে ঐকমত্যে পৌঁছনোর উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভাগীয় মন্ত্রীর বিবৃতি এবং ফলাফল ভিত্তিক নথিপত্রের ওপর আলোচনা করা হবে। জি-২০-ভুক্ত দেশগুলিতে এর ফলপ্রসূ রূপায়ণের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যতের দিক নির্ধারণ করতে এই নথি হবে অন্যতম মূল চাবিকাঠি।

তিন দিবসীয় কার্যসূচিতে অসমের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংবলিত মনোরম অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।

দেশের সাধারণ মানুষকে শক্তি ও আশা জোগাচ্ছে সিবিআই

প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): সিবিআই-এর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নতুন দিল্লিতে সিবিআই-এর হীরকজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বললেন, 'সাধারণ মানুষকে আশা ও শক্তি জোগাচ্ছে সিবিআই। যখন সাধারণ মানুষ সিবিআই তদন্তের দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে, তখন বোঝা যাচ্ছে ন্যায়দানের জন্য সিবিআই ঠিক কত বড় ব্র্যান্ড হয়ে উঠেছে।' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'ভারত কখনই সিবিআইয়ের মত পেশাদার এবং দক্ষ সংস্থাকে ছাড়া এগিয়ে যেতে পারবে না। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি থেকে পশুপ্রাণীদের জীবন সংক্রান্ত কারচুপি, সিবিআইয়ের কাজের পরিধি অনেকটা বেড়েছে। সিবিআইয়ের আসল দায়িত্ব হল দেশকে দুর্নীতি মুক্ত রাখা।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'সিবিআই নিজস্ব কাজ ও দক্ষতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে আস্থা জুগিয়েছে। কোটি কোটি ভারতীয় আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, পেশাদার এবং দক্ষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া উন্নত ভারত গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সিবিআই-এর একটা বড় দায়িত্ব রয়েছে।' মোদীর কথায়, 'সিবিএআই-এর দায়িত্ব দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করা। দুর্নীতি সাধারণ অপরাধ নয়। দুর্নীতি দরিদ্র মানুষের অধিকার হরণ করে, অনেক অপরাধের জন্ম দেয়। গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পথে সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'যেখানে দুর্নীতি রয়েছে, সেখানে তরুণ প্রজন্ম যোগ্য সুযোগ পায় না। শুধুমাত্র একটি বিশেষ বাস্তুতন্ত্র সেখানে বিকাশ লাভ করে। দুর্নীতি মেধার সবচেয়ে বড় শত্রু এবং এখান থেকেই স্বজনপ্রীতি ও পরিবারতন্ত্র জোরদার হয়।...গত ছয় দশকে, সিবিআই একটি "মাল্টি-ডাইমেনশনাল" এবং "মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি" তদন্ত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ২০১৪ সালের পর, আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিল সিস্টেমের প্রতি বিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সেই কারণেই আমরা কালো টাকা, বেনামি সম্পত্তির বিরুদ্ধে মিশন মোডে অ্যাকশন শুরু করেছি।

বাম, কংগ্রেস ও বিজেপির জোটে বদলে গেল ভোটের ফল

উত্তর দিনাজপুর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : বাম, কংগ্রেস ও বিজেপির জোট সমীকরণ বদলে দিল ভোটের ফলাফল। ফল ঘোষণার আগে থেকেই তৃণমূল শিক্ষক ঐক্যমঞ্চকে রাম, বাম, কংগ্রেসের জোট বলে কটাক্ষ করেছিল। রবিবার রাতে গণনা শেষে তৃণমূল কংগ্রেসকে ৯-০ আসনে হারিয়ে, প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্য মঞ্চের প্রার্থীরা জয়ী হয়।

বিরোধীরা কেউ প্রকাশ্যে জোটের কথা স্বীকারও করেননি। ঐক্য মঞ্চের ৯ টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে প্রার্থী দেয় বিজেপি এবং বামেরা প্রার্থী দেয় ৪টি আসনে। আর এই ঐক্য মঞ্চকে সমর্থন করে কংগ্রেস।

বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসের জোট শিক্ষকদের কো-অপারেটিভ নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে ৯-০ ভোটে হারালো। ত্রিমুখী জোটকে অশুভ আঁতাত এবং রামধনু জোট বলে কটাক্ষ ঘাসফুলের। বিজেপির পাল্টা দাবি, মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে তৃণমূল। এই ফল তারই প্রতিচ্ছবি বলে দাবি গেরুয়াশিবিরের।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে জেলা জুড়ে। উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রাইমারি টিচার্স এমপ্লয়িজ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড-এর নির্বাচন ছিল রবিবার। ইটাহার বিডিও অফিসের পাশেই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলছিল নির্বাচন।

মোট ৯টি আসনের লড়াইয়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস সব কটিতেই প্রার্থী দেয়। অন্যদিকে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রাথমিক শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের তরফে ৯ টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়।

এই ৯টি আসনেই জোটের কাছে পরাস্ত হতে হয়েছে ঘাসফুল শিবিরকে। তবে স্থানীয় নির্বাচনে বাম, কংগ্রেস ও বিজেপির জোটের কাছে ঘাসফুল শিবিরের হার এই প্রথম নয়। সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিম মেদিনীপুরের এগরা, পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে সমবায় নির্বাচনে রাম-বাম জোটের কাছে পরাস্ত হয়েছিল তৃণমূল।

বাংলার অবস্থা নিয়ে বাংলাদেশ, পাকিস্তানের সাথে তুলনা ঃ সুকান্ত -শুভেন্দু

হুগলি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : রিষড়ায় রামনবমীর মিছিলে হামলার জেরে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ককে দেখতে কোন্নগরের হাসপাতালে গেলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আর সেখানে গিয়ে তাঁরা রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির বর্ণনা করতে গিয়ে কখনও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কখনও আবার কাশ্মীরের তুলনা টানলেন।

শুভেন্দুবাবুর কথায়, "রামনবমীর মিছিলে বারবার হামলা হচ্ছে। আমাদের বিধায়ক, কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এ তো সনাতন ধর্মের উপর হামলা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে মানুষ গণতান্ত্রিকভাবে উৎখাত না করলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বাংলাদেশ, পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে বলে মনে করি।" আর সুকান্তবাবু বললেন, "কাশ্মীরে যেভাবে ভারতীয় সুরক্ষা বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ হয়, এখানেও তেমন চলছে।"সোমবার সকালে বিধায়ককে দেখতে হাসপাতালে পৌঁছে যান শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের শুভেন্দুবাবু বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, নিজধর্মের প্রতি আস্থা ও পরধর্মে শ্রদ্ধাশীল হওয়ায়। কিন্তু শিবপুর, ডালখোলা, রিষড়ায় যা যা ঘটল, তাতে বোঝা যাচ্ছে, হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা নেই এই সরকারের। পুলিশ অশান্তির সময়েও দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। নইলে কেন উলটে মিছিলকারীদেরই ধরা হবে? মিছিলে তো কোনও বিজেপির পতাকা ছিল না। তাহলে কেন বিজেপির উপর দোষারোপ করা হচ্ছে?"এই প্রসঙ্গেই বিরোধী দলনেতার মুখে শোনা গেল দু'টি নাম — সাকির আলি এবং জাহিদ হাসান খান। এঁরা দু'জনই রিষড়ার তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত। শুভেন্দুর অভিযোগ, এরাই পরিকল্পনা করে রামনবমীর মিছিলে হামলা ঘটিয়েছে। শুভেন্দুবাবু সেখান থেকে ফেরার পর হাসপাতালে যান সুকান্ত মজুমদার। তিনি আবার কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করেন পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির। বলেন, "কাশ্মীরে সেনাবাহিনীর উপর যেভাবে পাথর হামলা হতো, এখানেও সেটাই চলছে। এবার মানুষের ভাবার সময় এসেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ঠিক কেমন।"প্রসঙ্গত, রবিবার সন্ধ্যায় রিষড়ার ৫ নং ওয়ার্ড এলাকায় রামনবমীর মিছিল চলাকালীন হামলা চলে বলে অভিযোগ। ইটবৃষ্টি, কাচের বোতল ছোঁড়া হয় মিছিলকারীদের উদ্দেশে। মিছিলে হাঁটছিলেন দিলীপ ঘোষ। হামলার পরপরই নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। হামলার জেরে আহত হন পুরশুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ। জেলা সাংগঠনিক সভাপতি মোহন আদকের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ককে কোন্নগরের হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখান থেকেই তিনি পরিস্থিতির কথা জানিয়ে রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি পাঠান।

সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ০২।। বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রামের শমসেরনগর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তর্কী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন আরেকজন।

শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে পাটগ্রামের শমসেরনগর সীমান্তের মেডিকেল ব্রীজ এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। নিহত বাংলাদেশি পাটগ্রামের বুড়িমারী ইউনিয়নের কলাবাগান এলাকার রবিউল ইসলাম (৫৪)। একই গ্রামের সহিদুল ইসলামকে (৩০) গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে রংপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

বিজিবি ও পুলিশের সূত্রগুলোর দাবি, একটি দলে ৯-১০ জন বাংলাদেশি চোরাকারবারি পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার পাঠানটারী এলাকা থেকে শনিবার রাতে গরু পাচার করছিলেন। চুঙ্গারখাতা ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাদের ওপর গুলিবর্ষণ করেন। এ সময় গুলিবিদ্ধ দুজনকে তাদেরকে সহযোগীরা বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। পরে আহত রবিউল মারা যান। পাটগ্রাম থানার ওসি ওমর ফারুক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, রবিউল ইসলামের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য লালমনিরহাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ৬১ বিজিবির তিস্তা ব্যাটালিয়ন-২ এর পরিচালক লে. কর্নেল এএম মাহবুবুল আলম খান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন। বিএসএফকে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠানোর কথা জানান তিনি।

মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিনহাটায় শোভাযাত্রা

দিনহাটা, ৩ এপ্রিল(হি.স.) : মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সোমবার দিগম্বর জৈন সমাজের উদ্যোগে দিনহাটা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হল। শোভাযাত্রাটি দিনহাটা রংপুর রোডস্থিত জৈন মন্দির থেকে বের হয়, এরপর সমগ্র দিনহাটা শহর পরিক্রমা করে।

এদিনের শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মাহেশ্বরী, সুমিতা শেঠি, সুশীল মাহেশ্বরী, বদ্রিনারায়ণ কর্ণানি, প্রকাশ দুগ্গর সহ অন্যান্যরা। শোভাযাত্রা কমিটির পক্ষে অশোক জৈন জানান, পবিত্র মহাবীর জয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের মিছিলে মহিলাদের পাশাপাশি খুদেরাও উপস্থিত ছিল।

পথ দুর্ঘটনায় আহত সিভিক ভলান্টিয়ার

রাজগঞ্জ, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের সুখানি অঞ্চলের প্রধানপাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। সোমবার সাত সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম জাহের আলি (৩০)। বাড়ি পশ্চিম সাউদাভিটা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্র জানা গিয়েছে, এদিন সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ বাড়ি থেকে কাজে যাওয়ার পথে প্রধানপাড়ায় একটি বোল্ডারবোঝাই যোলো চাকা লরির মুখে পড়ে যায় বাইকটি। আহত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারকে প্রথমে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল এবং পরে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে পাঠানো হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার পর সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। গাড়ি দুটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

বকেয়া টাকা না পাওয়ায় কেন্দ্রকে তোপ মমতার

পূর্ব মেদিনীপুর, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : ফের রাজ্যের বকেয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রের উদ্দেশে তাঁর তোপ,"টাকা দিচ্ছে না। দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে। টাকা দিচ্ছ না কেন, কৈফিয়ৎ দাও।" কেন্দ্রের মোদী সরকারকে 'বেইমান, লুটেরা, দাঙ্গাবাজ, চোর-ডাকাত' বলে কটাক্ষ শানান তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, কেন্দ্র টাকা দেয় না, দাঙ্গা বাঁধাতে আসে। সোমবার খেজুরিতে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। ইতিপূর্বে রাজ্যের পাওনা আটকে রাখার প্রতিবাদে দু'দিনব্যাপী ধরনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রয়োজনে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পাশে ধরনা করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন। এদিনে মেদিনীপুরের সরকারি অনুষ্ঠান থেকেও সেই বকেয়া নিয়েই সরব হলেন তিনি।

কেন্দ্রের সরকারকে 'বেইমান, লুটেরা, দাঙ্গাবাজ, চোর-ডাকাত' বলে কটাক্ষ করেন মমতা। তাঁর অভিযোগ, ১৭ লক্ষ মানুষের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। রাস্তা তৈরি, আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকাও আটকে রেখেছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, "পাপিষ্ঠ ওরা। ওদের অভিষ্ট পূর্ণ হবে না।" সদর্পে তাঁর ঘোষণা, "পান্তা ভাত খেয়ে থাকব। তবু সিপিএম-বিজেপির কাছে মাথা বিক্রি করব না।" প্রসঙ্গত, রাজ্যের বকেয়া চেয়ে ঠিক যথন দিল্লিতে দরবার করতে গিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনই বকেযচি

অনুব্রত ও মণীশের ফের ১২ দিনের জেল হেফাজত

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারিকেও ফের ১২ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠাল রউজ অ্যাভিনিউ আদালত। ফলে পয়লা বৈশাখে দিল্লির তিহাড় জেলেই থাকতে হবে অনুব্রত মণ্ডলকে।

সোমবার আইনজীবীদের কর্মবিরতির জের হল না তাঁর আবেদনের শুনানি। অনুব্রতকে ফের জেল হেফাজত পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন আদালতে পেশ করার সময় অনুব্রত নিজেই জানালেন তিনি ভাল নেই। বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। সাংবাদিকদের খোঁজখবরও নিলেন অনুব্রত।

সোমবার একেবারে ভিন্ন রূপে ধরা দেন অনুব্রত মণ্ডল। হুইলচেয়ারেই আদালতে ঢোকেন তিনি। পরনে ছিল টি-শার্ট এবং ট্রাউজার। সাংবাদিকদের জিজ্ঞেস করেন, """"ভাল আছো?"""" তিনি উত্তর দেন এবং পালটা একই প্রশ্ন করেন। পরিবারের উদ্দেশে কিছু বলতে চান কিনা প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি বলেন, "জামিন পেলে ভাল হয়।"প্রসঙ্গত, তিহাড়ে গিয়ে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন অনুব্রত মণ্ডল। তিহাড় জেল থেকে হঠাৎই তাঁর অসুস্থতার খবর এসেছে। দিন কয়েক আগে তাঁকে বার বার ইনসুলিন দিতে হচ্ছে, সঙ্গে তীব্র শ্বাসকষ্ট রয়েছে বলে জানা যায়। খবর পাওয়া যায়, জেল থেকে বার বার ভিতরের ডিসপেন্সারিতে আনতে হচ্ছিল অনুব্রত মণ্ডলকে। শোনা গিয়েছে, তাঁর শরীরে অক্সিজেনের সামান্য সমস্যা রয়েছে। তাই জেলের ভিতরে রেখেই ইনসুলিন ও অক্সিজেন দিতে হচ্ছে তাঁকে। এমনিতেই নানা রকম অসুস্থতায় তিনি ভুগছেন। সেই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সওয়ালও করেছেন তাঁরা আইনজীবী। সেই ক্ষেত্র দেখিয়ে জামিনও চাওয়া হয়েছে, কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। এবারও হল না।

কোঝিকোড়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা !

ট্রেনে যাত্রীর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন, মৃত্যু ৩ জনের

কোঝিকোড়ে, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কেরলের কোঝিকোড়ে ঘটে গেল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ইলাথুরের কাছে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি এক যাত্রীর গায়ে পেট্রোল ছিটিয়ে চলন্ত ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাত ১০টা নাগাদ আলাপ্পুঝা-কান্নুর চিফ এক্সপ্রেসের ডি ১ বগিতে। ইতিমধ্যেই গুরুতর আহত ৮ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এরপর সোমবার সকালে ঘটনাস্থলের কাছে রেললাইনের ধারে এক শিশু-সহ তিনজনের দেহ পাওয়া যায়। মৃতদের পরিচয় জানা গিয়েছে, তাঁরা হলেন-কেরলের মাত্তান্নুর-এর স্থানীয় বাসিন্দা রহমাত, তার বোনের দুই বছরের মেয়ে এবং ছেলে নওফল। পুলিশ ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চালাচ্ছে। এদিন সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরাও।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে ট্রেনটি এলাথুর রেলস্টেশনে ঢোকার মুখে ডি ১ কোচের মধ্যে যাত্রীদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়।

কথা কাটাকাটির সময় রাগের মাথায় সহযাত্রীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় অভিযুক্ত। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কে কোচের এক যাত্রী অ্যালার্ম চেন টানার পর তিন জন যাত্রী ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েন বলে যাত্রীদের দাবি। অন্য যাত্রীরা নিজেদের বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে ট্রেনের অন্য কোচে আশ্রয় নেন। ট্রেন থামানোর সঙ্গে সঙ্গে আহত যাত্রীদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত পলাতক। ট্রেন থামার পর সে পালিয়ে যায়। তাঁকে খুঁজে বার করতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বিচার ব্যবস্থাকে হুমকি দেওয়ার জন্য নাটক করছে কংগ্রেস : কিরেণ রিজিজু

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): কংগ্রেস নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, বিচার ব্যবস্থাকে হুমকি দেওয়ার জন্য এখন নাটক করছে কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, মোদী পদবি মামলায় তাঁর জেলের শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন করতে সুরাটে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের বিভিন্ন নেতা। মোদী পদবি নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে সুরাটের আদালত রাহুল গান্ধীকে দু"বছরের জেলের শাস্তি দেয়। যে কারণে রাহুলকে সাংসদ পদ থেকে খারিজ করা হয়।

রাহুল গান্ধীদের সুরাট-সফরকে কটাক্ষ ও সমালোচনা করে কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা কিরেণ রিজিজু বলেছেন, 'তাঁরা (কংগ্রেস) বিচার ব্যবস্থাকে হুমকি দেওয়ার জন্য নাটক করছে। আমি নিন্দা জানাই। আদালত যদি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকে, তাহলে নাটকটি মূলত চাপ সৃষ্টি করার জন্য। কংগ্রেস দল একটি পরিবারকে দেশের ঊর্ধ্বে মনে করে।'

ফের বীরভূম যাওয়ার প্রস্তুতি মমতার

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সফর থেকে ফিরেই বীরভূমে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে এই খবর মিলেছে।

সব পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই তাঁর বীরভূম যাওয়ার কথা। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই বীরভূম সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সফরের দু'মাসের মধ্যেই আবারও বীরভূমের মাটিতে পা রাখবেন তিনি। যা থেকে অনুব্রত মণ্ডল-হীন বীরভূমকে জেলা হিসেবে মমতা বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট।

সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এ বারের সফরে বীরভূম জেলায় জোড়া সভা করতে পারেন। একটি প্রশাসনিক সভার পাশাপাশি মমতা একটি রাজনৈতিক সভাও করতে চাইছেন। জেলা প্রশাসনকে সেই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবান্ন থেকে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রসঙ্গে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। পূর্ব মেদিনীপুর সফর সেরে মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরলে তাঁর বীরভূমের চূড়ান্ত কর্মসূচি স্থির করা হবে বলে জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, বীরভূমের রাশ নিজের হাত থেকে একেবারে আলগা করতে চাইছেন না মমতা। বীরভূমের সংগঠন নিয়ে কোনও ঢিলেমি চান না তিনি। পঞ্চায়েত ভোটের পাশাপাশি লোকসভা নির্বাচনেও বীরভূমের দু'টি আসন যাতে ধরে রাখা যায়, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করতে চান তৃণমূল নেত্রী। ২০১৪ সাল থেকে বীরভূমের দু'টি লোকসভা আসনই তৃণমূলের দখলে রয়েছে।

সংসদের কাজকর্ম ফের বিঘ্নিত, উভয় সভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ৩ এপ্রিল (হি.স.): সংসদের কাজকর্ম ফের বিঘ্নিত হল। সোমবার সংসদের উভয় সভার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে। বিজেপি সাংসদ গিরিশ ভালচন্দ্র বাপতের মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে লোকসভার অধিবেশন স্থগিত হয়ে যায়। অন্যদিকে, আদানি গ্রুপ ইস্যুতে বিরোধীদের হইহট্টোগোলের কারণে রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গিয়েছে।

সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ লোকসভার অধিবেশন শুরু হওয়ার পর পুনের বিজেপির সাংসদ গিরিশ ভালচন্দ্র বাপট এবং প্রাক্তন সাংসদ ইনোসেন্টের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করা হয়। এরপর স্পিকার ওম বিড়লা দুপুর ২টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন। রাজ্যসভায় অধিবেশন শুরু হওয়ার পর কংগ্রেস সাংসদরা আদানি গোষ্ঠী ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবি জানাতে থাকেন। তৃণমূল কংগ্রেস, বাম, জেডি (ইউ), আম আদমি পার্টি এবং অন্যান্য দলের সদস্যরা তাঁদের পাশেই ছিলেন। হট্টগোল অব্যাহত থাকায় চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকড় দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতুবি করেন সভার কাজ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

শিলিগুড়িতে বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার, ঘটনাস্থলে বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট

শিলিগুড়ি, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : শিলিগুড়ির কাওয়াখালি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।সোমবার ঘটনাটি ঘটে। পারিবারিক বিবাদের জেরে কেউ বাড়িতে বোমা রেখে দিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এদিকে এই মুহূর্তে শহরে রয়েছেন জি-২০-এর প্রতিনিধিরা। এছাড়া আগামীকাল অরিজিৎ সিংয়ের কনসার্টও রয়েছে। তার মধ্যে শহরে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ, দমকল এবং সিআইডির বম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। বোমা নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা চলছে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী জোট হলে দাওয়াই দিন, কর্মীসভায় ফের বিস্ফোরক উদয়ন গুহ

দিনহাটা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধী জোট হলে 'দাওয়াই' দেওয়ার দিন। কোচবিহারের দিনহাটার এক সভায় বিস্ফোরক নিদান দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

দিনহাটার পাঁচমাথার মোড়ে রবিবার রাতেতৃনমূলের পথসভা থেকে দলের কর্মীদের উদ্দেশ্যে উদয়ন গুহ বলেন, 'মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে যেটা হয়েছে দিনহাটাতেও সেটা করার চেষ্টা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাম, বিজেপি, কংগ্রেস ও বিক্ষুব্ধ তৃণমূলের একাংশ মহাজোট করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। এমনটা হলে তাদের পাল্টা দাওয়াই দিতে হবে।'

বুড়িরহাটে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ির ওপরে হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এই প্রসঙ্গে উদয়ন গুহ বলেন, 'সিবিআই নিরপেক্ষ তদন্ত করলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীরও প্যান্ট খুলবে'।

উদয়ন গুহের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে সোমবার বিরোধীদের দাবি, মানুষ আর দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলকে বিশ্বাস করেনা। মা মাটি মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তৃণমূলের কাছ থেকে। সেটা বুঝে গিয়েছেন উদয়ন গুহ। পায়ের তলার মাটি হালকা হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রীর। তাই নির্বাচনের আগে হুমকি দিয়ে জেলায় সন্ত্রাসের আবহ তৈরি করতে চাইছে। মানুষ তার জবাব দেবে ব্যালট বক্সে।

রাজুর আততায়ীদের খোঁজে পুলিশ ঝাড়খণ্ডে

আসানসোল, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : রাজু ঝাঁ-র আততায়ীদের খোঁজে জেলা পুলিশের একটি দল ঝাড়খণ্ডে গেল। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, আততায়ীরা সুপারি কিলার। তাঁরা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তদন্তকারীদের অনুমান, দুষ্কৃতীরা খুনের পর ঝাড়খণ্ডে পালিয়ে গিয়েছেন। রাজু খুনের তদন্তে রবিবারই জেলা পুলিশ সুপার কামনাশিস সেনের নির্দেশে ১২ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছে। যার নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সদর) কল্যাণ সিংহরায়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, আততায়ী যুবকদের পরনে হলুদ ও কালো রঙের জামা ছিল। এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, "গাড়ি দাঁড় করানো থেকে বেরিয়ে যাওয়া, সব মিলিয়ে ৫-৭ মিনিট সময় নিয়েছেন আততায়ীরা।"

তদন্তকারীদের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, শুধু ঝাড়খণ্ডই নয়, রাজু খুনের কিনারা করতে বিহার ও উত্তরপ্রদেশেও যাওয়া হতে পারে। ওই সূত্রেরই দাবি, ওই দুই রাজ্যে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকেরাও যেতে পারেন।

শনিবার শক্তিগড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে রাজুকে গুলি করে খুন করেন নীল গাড়িতে করে আসা আততায়ীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গুলি করার পর দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে নীল গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান তাঁরা। পরে সেটি উদ্ধার হয় শক্তিগড় থানার কাছে।

প্রসঙ্গত, আসানসোলের ভগত সিং মোড়ে হোটেল ব্যবসায়ী অরবিন্দ ভগত খুন হয়েছিলেন ১৭ ফেব্রুয়ারি। সেই খুনের কিনারা করার জন্য উত্তরপ্রদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এর আগে আসানসোলে রাম, লক্ষ্মণ, যাদবকে যে সুপারি কিলারেরা খুন করেছিলেন, তাঁদেরকে উত্তরপ্রদেশ থেকেই ধরে এনেছিল পুলিশ। সেই কারণে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে সুপারি কিলার ভাড়া করার বিষয়টি উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা।

এবার ছাঁটাইয়ের পথে ম্যাকডোনাল্ডস, বন্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত অফিস

ওয়াশিংটন, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : এবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে বিশ্বের বৃহত্তম ফাস্ট ফুড চেইন কোম্পানিগুলির মধ্যে অন্যতম ম্যাকডোনাল্ডস। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এই সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁদের থাকা সমস্ত অফিস সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতজন কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে তা অবশ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি ম্যাকডোনাল্ডসের পক্ষ থেকে। তবে সূত্রের খবর, মার্কিন কর্মীদের ইমেল মারফত জানানো হয়েছে, সোম থেকে বুধ পর্যন্ত তাঁদের বাড়ি থেকে কাজ করতে হবে। খুব সম্ভবত বুধবার ম্যাকডোনাল্ডস কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ম্যাকডোনাল্ডসের কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণার সম্ভাবনা স্পষ্ট হতেই উদ্বেগ বাড়ছে সংস্থার কর্মীদের।

উল্লেখ্য, বিশ্বজুড়ে চলা আর্থিক মন্দা সামলাতে একের পর এক সংস্থা কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বেশ কিছু নামি কোম্পানি তাঁদের সংস্থা থেকে বড় অংশের কর্মী ছাঁটাই করে ফেলেছে। এবার কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে ম্যাকডোনাল্ডসও।

ফের সরকারি কর্মচারী গ্রেফতার, এবার দুর্নীতি দমনের হাতে ধৃত করিমগঞ্জের বদরপুর সার্কলের লাটমণ্ডল

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ এপ্রিল (হি.স.) : ফের ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধৃত সরকারি কর্মচারী। এবার দুর্নীতি দমনের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুর রাজস্ব সার্কলের লাটমণ্ডল জয়সাব হুসেন লস্কর।

অভিযোগ, জনৈক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে জমির নামজারি করতে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন লাটমণ্ডল জয়সাব হুসেন লস্কর। ঘটনাটি ভুক্তভোগী নজরে নেন ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি-করাপশন দফতরের। এর পর অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরতে ছক কষেন ভিজিল্যান্সের অফিসাররা। এদিন সকালে দাবির টাকা দিতে যান ভুক্তভোগী।

উৎকোচের টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে তাঁকে ধরে ফেলেন দুর্নীতি নিবারন শাখার আধিকারিরা। নগদ টাকাগুলো যে হাত দিয়ে নিয়েছিলেন, সেই হাত ক্যামিকেল দিয়ে ধুয়ে প্রমাণ করা হয় লাটমণ্ডল জয়সাব হুসেন লস্করই টাকাগুলো নিয়েছিলেন।

এ মুহূর্তে ধৃত জয়সাব হুসেনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অফিসে দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য উদ্ধারে তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে। জানা গেছে, তাঁর বাসভবনেও তাঁকে নিয়ে তদন্ত চালাবেন ডিরেক্টরেট অব ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি-করাপশন দফতরের আধিকারিকরা।

হাওড়া, হুগলি, ডালখোলায় হিংসার ঘটনায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্টের

কলকাতা, ৩ এপ্রিল (হি. স.) : হাওড়া, হুগলি, ডালখোলায় হিংসার ঘটনায় রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল হাইকোর্ট। ৫ এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্যকে। সিসি ক্যামেরা ও ভিডিও ফুটেজও আদালতে পেশের নির্দেশ দিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। হাওড়া-সংঘর্ষ মামলার শুনানিতে সওয়াল করেন আবেদনকারীর আইনজীবী। তিনি বলেন, "পুলিশের অনুমতি নিয়ে মিছিল হয়েছিল, ৩০ মার্চের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।" মিছিলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাজ্যকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "বর্তমানে কি পরিস্থিতি? পুলিশ কেন অনুমান করতে পারেনি? অভিযোগ দায়ের হয়েছে? ঘটনায় কেউ কি গ্রেফতার হয়েছে?"।

আদালতে অ্যাডভোকেট জেনারেলের দাবি, ""শান্তিপূর্ণ মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মিছিল শুরুর ৩০ মিনিটের মধ্যেই মিছিলে যোগদানকারীরা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।

খোয়াইয়ে

● **প্রথম পাতার পর**

নিশ্চিত হন তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাই ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক সত্তর হবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায় নি। পুলিশ ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

মুলতুবি

● **প্রথম পাতার পর**

করেন সভার কাজ। পরে উভয়কক্ষের অধিবেশন শুরু হলেও, সভার কাজ ঠিকমতো চালানো সম্ভব হয়নি। তাই ৫ এপ্রিল বেলা এগারোটা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন।

কুমারঘাটে

● **প্রথম পাতার পর**

যারা সরকারি নিয়ম নীতি লংঘন করে অফিস কামাই করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান। মন্ত্রী সুধাংশু দাস বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দপ্তর প্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি জানান অন্যান্য অফিস গুলিতেও তিনি আচমকা সফর করে কর্মসংস্কৃতি খতিয়ে দেখবেন।

আদালত

● **প্রথম পাতার পর**

তবে উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রায়ে স্থগিতাদেশ দিলে বা পুরনো রায় খারিজ করে দিলে অভিযুক্তের আইনসভার সদস্যপদ ফিরিয়ে দিতে হবে। অবশেষে এই মামলায় বাড়ল তাঁর জামিনের মেয়াদ। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ এপ্রিল। এদিকে, শাস্তি খারিজের দাবিতে আদালতের যে সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানান রাহুল, তার পরবর্তী শুনানি ৩ মে।

প্রাক্তন নেতা

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযোগ করেন তিনি।

সাথে যোগ করেন, গত ২৯ মার্চ তিনি বাজারে দোকান খুলতে আসলে তাঁর দোকান বন্ধ করে দিয়েছে দুষ্কৃতিরা।দোকান বন্ধ করে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মন্ডলকে না জানিয়ে দোকান খোলা যাবে না বলে জানিয়েছেন তাঁরা। এ বিষয়ে চড়িলাম বিজেপির মন্ডলকে চিঠি দিয়ে জানানো হলেও কোনও সমাধান করেনি তাঁরা। ফলে আজ সকালে আনোয়ার হোসেন তার স্ত্রী, সন্তান, মা — বাবাকে নিয়ে চড়িলাম বাজারের দোকানের সামনে গলায় প্লে কার্ড ঝুলিয়ে আমরন অনশনে বসেছেন।

এদিকে চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ এই ঘটনাকে নাটক এবং পুরোপুরি অসত্য বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। সাথে দোকান বন্ধে বিজেপি দলের কোনও ভূমিকা নেই বলেও দাবি করেছেন। তিনি বলেন, দোকান বন্ধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পুরোপুরি বাজার কমিটি নিয়ে থাকে।

বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর**

কথা বলতে গিয়ে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য বলেছেন, বিধানসভা নির্বাচনের পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতে পারে তবে ২০২৪ সালের ফাইনাল পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দলের তৃণমূলে পুনরুজ্জীবিত করা তাৎপর্যপূর্ণ এবং তাই দলর সাংগঠনিক দৃঢ়তার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিয়েছে। রাজীব ভট্টাচার্যের মতে, রাজ্যের জন্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়া অনেক সহজ কারণ দলের কাছে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনের একটি প্রস্তুত প্রতিবেদন রয়েছে। কোন বুথ সক্রিয়, কোথায় আমাদের পারফরম্যান্স প্রবাহিত হচ্ছে এবং কারা সংগঠনের ব্ল্যাকশীপ আমাদের জন্য অনেক বেশি পরিষ্কার। সুতরাং, বুথ কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে পুরো সংগঠনকে কার্যকর করা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। কিছু পুনর্গঠন করা হবে এবং যারা ভাল পারফর্ম করেছে তারা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাজীব ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে বলেছেন যে বিজেপি অবশ্যই ভাল ব্যবধানে উভয় লোকসভা আসন জিতবে। তিনি বলেছেন যে লোকসভায় বিজেপির ভোট নাটকীয়ভাবে বাড়বে। তাঁর মতে, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হালকা জয়ের জন্য একাধিক কারণ দায়ী ছিল। কিন্তু, ঐতিহ্যগতভাবে ত্রিপুরায় লোকসভার ক্ষমতাসীন দলের ভোট বেড়ে যায় বলে তিনি জানান। সিনিয়র নেতারা অবশ্য সমস্ত রাজ্য নেতাদের জমির পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং সমস্ত রাজনৈতিক কারণ মাথায় রেখে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

কাঞ্চনপুরে

● **প্রথম পাতার পর**

নিয়ে এলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করে। নিহত শ্রমিকের বাড়ি মাকুমছড়া এলাকায়। কাঞ্চণপুরের নেতাজীনগর এলাকার বাসিন্দা ঠিকেদার সনদ নাথের অধীনে কাজ করেন এই অস্থায়ী শ্রমিক।

এদিকে, কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা লাটে উঠেছে। হাসপাতালে দক্ষ চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। রাজ্য সরকার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে অনুরোধ জানানো হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবা লাটে উঠেছে। রয়েছে চিকিৎসকের অভাব। সার্বিক জনস্বার্থে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা জনিত ঘাটতি পূরণ হচ্ছে না কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে। অল্প বিস্তর আহত হলেও তড়িঘড়ি করে স্থানীয় চিকিৎসকরা জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন রোগীদেরকে।

এমনই অনেক অভিযোগ থাকলেও এদিকে কোনরকম নজর দিচ্ছেন না স্থানীয় অধিকর্তারা। কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকেরা শুধুমাত্র রোগীদেরকে ভর্তি করে রেফার করার দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছেন। দক্ষ চিকিৎসকের অভাবেই বারবার এমনই অভিযোগ উঠছে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের দিকে। গতকাল সরকারি লাইসেন্সবিহীন ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে জম্পুই সড়কে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুতের লোহার খুটির চাপা পড়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হয় গোপাল নমঃ নামে এক শ্রমিকের। এদিনের এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় রবিবার সকালে জম্পুই এর ওয়াটার পয়েন্ট এলাকায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনা স্থল থেকে আহত অবস্থায় শ্রমিক গোপাল নমঃকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

ততক্ষণে হাসপাতালের চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ওই মৃত ব্যক্তির ময়নাতদন্তের জন্য কোন চিকিৎসক ছিল না হাসপাতালে। চিকিৎসকের অভাবে সোমবার ওই মৃত শ্রমিকের ময়নাতদন্ত হয়। তবে জানা গিয়েছে সোমবার সকাল থেকেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের মানুষ এসে সারা দিনব্যাপী অপেক্ষা করে বেলা তিনটা নাগাদ ময়না তদন্তের পর মৃত শ্রমিকের মৃতদেহটি বাড়ি নিয়ে যান। তবে এ কোন নতুন বিষয় নয়। প্রতিনিয়ত এভাবেই চলছে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের পরিষেবা।

ত্রিপুরা দিবস

● **প্রথম পাতার পর**

জাতীয় সম্পাদক দেওধর নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এবং আগামী ০৮ এপ্রিল কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা এবং প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেছেন। তাই আমিও সোমবার কলকাতায় এই মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম।

সভায় পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতি এবং বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল সহ অন্যান্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিনিধিরা

● **প্রথম পাতার পর**

ভীষণ মুগ্ধ। ত্রিপুরা, রাজ্যের মানুষ এবং সরকারের ব্যবস্থাপনা দারুন অভিজ্ঞতার সাক্ষী রেখেছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং হস্তকারু শিল্প এতটাই আকর্ষণীয়, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা খুবই মুশকিল ছিল। তাঁর দাবি, অনেকেই ত্রিপুরার এই মন মুগ্ধকর পরিবেশ সম্পর্কে অবগত নন। ফলে, জি-২০ সামিট ত্রিপুরাকে নতুন করে জানতে বিরাট ভূমিকা নেবে।

রাজ্যে বিনিয়োগের

● **প্রথম পাতার পর**

করেছে একটি সংস্থা। তাঁদের দেশের বিখ্যাত হাসপাতালের সমতুল্য হাসপাতাল গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছি। কারণ, বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ ত্রিপুরার উপর দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। ত্রিপুরায় সেই স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়া গেলে তারাও চিকিৎসার জন্য আসবেন।

তাঁর কথায়, খুব শীঘ্রই মৈত্রী সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে যাবে। তাতে ত্রিপুরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার করিডোর হিসেবে পরিণত হবে। তাছাড়া, বিমান, রেল এবং স্থলপথে যোগাযোগ অনেক উন্নত হয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় বিনিয়োগে আগ্রহ বেড়েছে। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ত্রিপুরার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

দেশে শক্তি ক্ষেত্রে বিপ্লবে সামিল হতে চলেছে ত্রিপুরাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দেখানো পথে গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনের চিন্তাভাবনা শুরু করবে ত্রিপুরা সরকারও। মূলত, বাঁশ থেকে গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনে আজ জি-২০ সামিটে আলোচনা হয়েছে। তাই, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মিললেই ত্রিপুরাও গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনে পা বাড়াবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা:) মানিক সাহা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় আজ থেকে জি-২০ সামিট শুরু হয়েছে। প্রায় ১৫০ প্রতিনিধি আজকের সামিটে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে দেশে জি-২০ সামিটের সূচনা হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তা ওই সামিটের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া চেষ্টা চলছে।

তাঁর কথায়, ছয়টি থিমের উপর ভিত্তি করে ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে জি-২০ সামিট শুরু হয়েছে। এবছর ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সামিট চলবে। তিনি জানান, জি-২০ সামিটের অন্তর্গত সারা দেশে ৫৬টি স্থানে ২০০টি মিটিং এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ত্রিপুরাও ওই সামিটে অংশীদারের সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় ক্লিন এনার্জি ফর এ গ্রীনার ফিউচার থিমের উপর ভিত্তি করে সামিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ওই থিমের উপর আলোচনা হবে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বাঁশ ব্যবহার করে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এক্ষেত্রে ভিয়েতনাম ত্রিপুরার জন্য মডেল হতে পারে, সেই আলোচনাও হয়েছে। তাঁর দাবি, ভিয়েতনাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ত্রিপুরার মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে, বাঁশ ভিত্তিক অর্থনীতি ত্রিপুরায় গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনেও জোর দেওয়া হবে। সামিটে সেই আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। তাঁর কথায়, গ্যাস ভিত্তিক এবং সৌর বিদ্যুৎ ত্রিপুরায় উতাদিত হচ্ছে। বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ উতাদন ত্রিপুরায় সম্ভব নয়। কিন্তু, বাঁশ ব্যবহারে গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনের সম্ভাবনা প্রচুর, সে বিষয়ে পৃথক আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালি হওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় গ্রীন হাইড্রোজেন পলিসি এনেছে। বাজেটে ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ফলে, ত্রিপুরাও শক্তি ক্ষেত্রে বিপ্লবে অংশীদার হওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ১০৭ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উতাদিত হচ্ছে। তাতে, ১০ মেগা ওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উতাদিত হচ্ছে। এখন গ্রীন হাইড্রোজেন উতাদনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রগতির লক্ষ্য নেওয়া হবে।

তাঁর কথায়, ৩০ নভেম্বরের পর কেন্দ্রের নির্দেশ মিললে গ্রীন হাইড্রোজেন নিয়ে পদক্ষেপ নেবে ত্রিপুরা সরকার। তাতে, ২০২২ সালের শেষে কিংবা ২০২৪ সালের প্রথম দিকে ত্রিপুরা বৈপ্লবিক যাত্রায় অগ্রসরে চিন্তাভাবনা করবে, বলেন তিনি।

গুরুতর আহত দুই

● **আটের পাতার পর** নমঃ (৫৫)। কার্তিক সরকারের মাথায় গুরুত্বর আহত হওয়ার কারণে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সিটি স্ক্যানের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। অপরদিকে সনজিৎ নমঃকে আগরতলা জিবি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করে দেয় বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক। পুলিশ দুটি গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

একত্রিত হয়েছেন প্রতিনিধিরা

● **আটের পাতার পর** তিনি আরও যোগ করেন যে ভারত ২০৭০ সালের মধ্যে নেট শূন্য কার্বন নিঃসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নেট শূন্য কার্বন নির্গমন পাওয়ার জন্য অনেকগুলি উল্লম্ব রয়েছে এবং ভারত সরকার সেই দিকে যে কোনও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিটি অধিবেশনের পরে জি-২০ দেশগুলির প্রতিনিধিদের মধ্যে মতামত এবং আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক জি-২০ দেশের প্রতিনিধিরা এই ইভেন্টে অংশ নিয়েছিলেন এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টি এবং সুপারিশসমূহ ভাগ করে নিয়েছিলেন।

২০২৩ সালের এস-২০-এর প্রতিপাদ্য হচ্ছে উদ্ভাবনী ও টেকসই উন্নয়নের জন্য বিঘ্নমূলক বিজ্ঞান। এই বিস্তৃত থিমের মধ্যে, আলোচনাগুলি তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে: একটি সবুজ ভবিষ্যতের জন্য পরিচ্ছন্ন শক্তি, সর্বজনীন সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ। পুদুচেরির বৈঠকের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। পরবর্তী দুটি বৈঠক বাঙ্গারাম দ্বীপ (লাক্ষাদ্বীপ) এবং ভোপাল (মধ্যপ্রদেশ) এ অনুষ্ঠিত হবে এবং বছরের শেষের দিকে কোয়েম্বাটুরে (তামিলনাড়ু) একটি শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে শেষ হবে যেখানে নীতিগত সুপারিশগুলি জি ২০ নেতৃত্বকে সরবরাহ করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটে উদয়পুরকে নকআউট করে সদর-বি ফাইনালে

সদর বি:- ৮৯ উদয়পুর:- ৪৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।।রাজ্য ট্রফি এবছর থাকছে সদরেই। রাজ্য সেরা হওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে সদর মহকুমার 'এ' এবং 'বি' দল। ৬ এপ্রিল এম বি বি স্টেডিয়ামে হবে ফাইনাল ম্যাচটি। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। সোমবার নিপকো মাঠে অনুষ্ঠিত আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সদর 'বি' ৪৬ রানে পরাজিত করে উদয়পুর মহকুমাকে। সদর 'বি'-র গড়া ৮৯ রানের জবাবে উদয়পুর মহকুমা মাত্র ৪৩ রান করতে সক্ষম হয়। সদর 'বি'-র আকাশ দেবনাথ ৪ টি, সন্দীপন দাস এবং স্পন্দন বনিক ৩ উইকেট পেয়েছে। রবিবার সেমিফাইনালের প্রতিবেদন করার সময়ই বলা হয়েছিলো উদয়পুরের কোচ সুবল চৌধুরির 'তুরুপের তাস' শ্রীমন দেবনাথ। শ্রীমনকে দ্রুত ফেরাতে পারলেই ফাইনালে খেলার স্বপ্ন পূরণ হবে সদর 'বি'-র। কার্যত তাই হলো। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে উদয়পুরের অধিনায়ক সদর 'বি'কে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। সদর 'বি'-র ইনিংসও শুরু থেকে নড়বড়ে ছিলো। শেষের দিকে ময়ুখ চৌধুরি এবং স্পন্দন বনিক যদি কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে না তুলতো তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ৬০ রানের গন্ডি পার হতো না। দলের পক্ষে ময়ুখ ৫০ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪, স্পন্দন বনিক ২২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২, ইয়াশ দেববর্মা ২২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ এবং আকাশ দেবনাথ ৫২ বল খেলে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে সর্বোচ্চ পায় ১৭ রান। উদয়পুরের পক্ষে সুরজিৎ দেবনাথ (৩/১০) এবং বীরজিৎ দাস (৩/২৩) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে সদর 'বি'-র বোলারদের সাড়াশি আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ে উদয়পুর মহকুমার ক্রিকেটাররা। আর ২২ গজে তেমনভাবে দাড়াতেই পারেনি। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪৩ রানে গুটিয়ে যায় দল। সুবল চৌধুরির 'তুরুপের তাস' শ্রীমন কিছুটা লড়াই করার মানসিকতা দেখায়। শ্রীমন ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি। সদর 'বি'-র পক্ষে আকাশ দেবনাথ (৪/৭), স্পন্দন বনিক (৩/৬) এবং সন্দীপন দাস (৩/১২) সফল বোলার।

অনূর্ধ ১৭ আন্তঃ স্কুল গার্লস ক্রিকেটে ভালো খেলার লক্ষ্যে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। দলকে নেতৃত্ব দেবে অবিধা বর্ধন। ডেপুটি হিসাবে থাকবে দীপিকা দাস। প্রণবানন্দ স্কুলের। প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের আন্ত: স্কুল ক্রিকেটে। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে আসর। উদ্বোধনী দিনেই মাঠে নামবে প্রনবানন্দ স্কুল। প্রতিপক্ষ বড়দোয়ালি স্কুল। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে ওই দিন দুপুর ১টায় শুরু হবে ম্যাচটি। এরপর ৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৮ টায় ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির, ৯ এপ্রিল দুপুর ১টায় আসাম রাইফেলস, ১১ এপ্রিল দুপুর ১টায় নন্দননগর স্কুল এবং ১৪ এপ্রিল নিজেদের গ্রুপে শেষ ম্যাচে প্রণভানন্দ স্কুল খেলবে বিদ্যাসাগর স্কুলের বিরুদ্ধে। স্কুলের শারীরশিক্ষক রাণু দাসের তত্বাবধানে উমাকান্ত আকাদেমির সামনের মাঠে চলছে দলের অনুশীলন। প্রায় ১০ দিন ধরে। স্কুলের অধ্যক্ষা রত্না মজুমদার অনবরত গোটা দলকে উৎসাহ জুগিয়ে চলছেন। কার কোথায় সমস্যা তার খোজখবর নিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। আর তাতেই দলের প্রতিটি মেয়ে উজ্জীবিত হয়ে পড়েছে। মহিলাদের ক্রিকেটে দলের দুই ক্রিকেটার এবারও খেলেছে। কোচ রাণি দাস মনে করেন,'মেয়েরা যথেষ্ট পরিশ্রম করে চলছে। বিশ্বাস করি হতাশ করবে না। কিছু একটা চমক দেবেই'। স্কুলের দল: অবিধা বর্ধন (অধিনায়িকা), অভিজ্ঞা বর্ধন, আবিরী সাহা, দিপীকা দাস (সহঅধিনায়িকা), অন্বেষা চক্রবর্তী, অশ্মিতা রায়, স্নেহা দত্ত, ঋত্বিকা পাটারি,আয়ুশী সাহা, পিয়াসা রায়, প্রজ্জালিকা চক্রবর্তী, সোনাক্ষী নম:শুদ্র, শায়ন্তিকা চন্দ, সুপ্রিয়া চক্রবর্তী এবং শ্রেয়শ্রী দাস।

গোয়ায় জাতীয় ভেটারেন্স ব্যাডমিন্টনে ত্রিপুরার বাবুল, অনুভাদের মিশ্রফল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। ত্রিপুরার শাটলাররা জাতীয় ভেটারেন্স আসরে মিশ্র ফল করেছেন। ১৯ থেকে ২৬ মার্চ গোয়ায় মনোহর পারিক্কর ইনডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় ভেটারেন্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার ১৭ জন শাটলারের একটি গ্রুপ অংশ নিয়েছিলেন। ৩৫ থেকে ৭০ বছর পর্যন্ত বয়স ভিত্তিক সাতটি পৃথক পৃথক গ্রুপে রাজ্যের খেলোয়াড়রা অংশ নিয়েছিলেন। ত্রিপুরার ভেটারেন্স শাটলার অনুভা পাল চৌধুরী মহিলা বিভাগে কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে সারা দেশের অষ্টম শীর্ষ বাছাই পূর্বা রানাডের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত হেরে বিদায় নিতে হয়েছে। একইভাবে ত্রিপুরার বাবুল সাহাকে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নকআউট হতে হয়েছে দেশের শীর্ষ বাঁচায় রাজিব শর্মার কাছে হেরে। রাজ্যের অন্যান্য প্রতিযোগীরাও যথেষ্ট লড়াই করে দু-তিন রাউন্ড জয়ের স্বাদ পেয়ে ফিরেছেন।

মিক্সড ডাবলসে ত্রিপুরার বাবুল সাহা ও অনুভ পাল চৌধুরী জুটি দেশের অষ্টম শীর্ষ বাছাই রাজীব শর্মা ও রাজশ্রী নীতিন ভাবে জুটির কাছে মূল পর্বে হেরে নকআউট হয়েছেন। উল্লেখ্য, গোয়ায় অনুষ্ঠিত আট দিনব্যাপী জাতীয় ভেটারেন্স ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে ত্রিপুরার শাটলাররা অংশ নিয়ে এ বিষয়ে আরো কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছেন।

ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটে আজ জয়ের লক্ষ্যে ৪ ম্যাচে আট দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখতে আজ মাঠে নামছে স্ফুলিঙ্গ। প্রতিপক্ষ মৌচাক ক্লাব। এম বি বি স্টেডিয়ামে আজ সকাল ৯ টায় শুরু হবে ম্যাচটি। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ ক্রিকেট আসরে। একদিন বন্ধ থাকার পর আজ পুনরায় হবে ৪ টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে দুপুর সোয়া ১ টায় জে সি সি খেলবে হার্ভেস্ট ক্লাবের বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে সকাল ৯ টায় সংহতি খেলবে চলমান সঙ্ঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুর সোয়া ১ টায় ইউনাটেড ফ্রেন্ডস খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। আসরে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ের ধারা অব্যহত রাখতে আজ মাঠে নামবে স্ফুলিঙ্গ, সংহতি, জে সি সি এবং ইউনাটেড ফ্রেন্ডস।

এগিয়ে চলো সংঘে প্রাইজমানি কাবাডি শুরু, ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। পুরুষ বিভাগের প্রতিযোগিতায় আয়োজক এগিয়ে চলো সংঘ ও মোহনপুর ক্লাব জয় দিয়ে গ্রুপ লীগের সূচনা করেছে। মহিলা বিভাগে অবশ্য আয়োজক এগিয়ে চলো-কে হারিয়ে সাউথ উইংস সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমন্ত্রণমূলক কাবাডি প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছে আজ। প্রতিযোগিতা চলবে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত। এগিয়ে চলো সংঘের মাঠেই হচ্ছে দিবারাত্রির এই আসর। এবার নিয়ে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করেছে এই টুর্নামেন্ট। উদ্যোক্তা এগিয়ে চলো সংঘ এবং এক্স প্লেয়ার ফোরাম। পূর্বোত্তর থেকে দুটো দল আসাম ও মনিপুর অংশ নিয়েছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে পাঁচটি দল এবং পুরুষ বিভাগে আটটি দল অংশগ্রহণ করেছে। প্রাইজমানি রয়েছে ৫০ হাজার টাকা। মহিলা বিভাগে উদ্বোধনী ম্যাচে সাউথ উইংস ৪২-৩৮ পয়েন্টে আয়োজক এগিয়ে চলো সংঘকে পরাজিত করে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। সোমবার সন্ধ্যায় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর শ্রীমতি জাহ্নবী দাস চৌধুরী, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন লোধ, ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণব সরকার, এগিয়ে চলো সংঘের প্রাক্তন সচিব দিব্যেন্দু ব্যানার্জি, আসাম কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অলোক ত্রিপাঠী, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি সরযূ চক্রবর্তী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরহিত্য করেন এগিয়ে চলো সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী। স্বাগত ভাষণ রাখেন এগিয়ে চলো সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত। টুর্নামেন্টের সহযোগী সংস্থা এক্স প্লেয়ার্স ফোরামের পক্ষ থেকে অপু রায় বক্তৃতায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

ছোটদের রাজ্য ক্রিকেটে ধর্মনগরকে সহজে হারিয়ে ফাইনালে সদর-এ

ধর্মনগর:- ৫৯ সদর-এ:- ৬৩/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সহজেই ফাইনালে উঠলো সদর 'এ'। পরাজিত করলো ধর্মনগর মহকুমাকে। ৫ উইকেটে। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধর্মনগর মহকুমার গড়া ৫৯ রানের জবাবে সদর মহকুমা ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছে বিজয়ী দলের স্নেহাল দত্ত। সকালে টসে জয়লাভ করে ধর্মনগর দলের অধিনায়ক জ্যাক মালাকার প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ধর্মনগরের অধিনায়কের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিলো না তা শুরু থেকেই সদর 'এ'-র বোলাররা বুঝিয়ে দেয়। রবিবার সন্ধ্যার পর এবং সোমবার ভোর রাতে বৃষ্টি হওয়ায় উইকেট ছিলো স্যাতস্যাতে। ওই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে শুরুতে পেসাররা এবং শেষে স্পিনাররা আটোসাটো বোলিং করে অল্প রানে গুটিয়ে দেয় ধর্মনগরকে। মাত্র ২২.২ ওভারে ব্যাট করে ৫৯ রান করার ফাকে গুটিয়ে যায় গোটা দল। দলের পক্ষে একমাত্র দেবোজিৎ দাস দুই অঙ্কের রানে পা রাখে। দেবোজিৎ ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করে। ওপেনার জয়দীপ দে ৯,অংশুমান সরকার ৮ এবং জ্যাক মালাকার ৮ রান করে। সদর 'এ'-র পক্ষে আংশ ভাটনাগর (২/১), তীর্থ চক্রবর্তী (২/৫), স্নেহাল দত্ত (১/৬), দলনায়ক অর্পন ভট্টাচার্য (১/৭),তুহিন দেবনাথ (১/১৭) এবং উদয়ন পাল (১/১৯) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় সদর 'এ'।

দ্রুত হারাতে থাকে উইকেট। ওই অবস্থায় প্রথমে রাজদীপ সিনহা এবং পরে দলনায়ক অর্পন ভট্টাচার্য রুখে দাড়ায়।

এবং সদর 'এ'কে প্রত্যাশিতভাবে ফাইনালে তুলে। রাজদীপ ২৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ এবং অর্পন ১৩ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ (অপ:) রান করে। ধর্মনগরের পক্ষে অংশুমান সরকার (১/৭), জ্যাক মালাকার (১/১০), বীপ্রণ দাস (১/১১), বিহান দাস (১/১২) এবং দেবোজিৎ দাস (১/১৫) সফল বোলার।

ভেটারেন্স টেবিল টেনিস টুর্নামেন্টে এন্টির আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। রাজ্য উন্মুক্ত ভেটারেন্স টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ২৩ এপ্রিল। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র টেবিল টেনিস হল-এ। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় এবং রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। বয়স ভিত্তিক ৪০ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৬০, ৬০ থেকে ৭০ এবং ৭০ বছর উর্ধ বিভাগের খেলোয়াড়রা আসরে অংশ নিতে পারবেন। সিঙ্গেলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস- এই তিন বিভাগে হবে আসর। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক ভেটারেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের ১৭ এপ্রিলের মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। সিঙ্গেলস এবং ডাবলস ইভেন্টে নির্দিষ্ট হারে এন্টি ফি স্থির করা হয়েছে। এন্টি জমা দিতে হবে আশিষ চৌধুরি (৯৪৩৬৪৮৪৫৬২) বা জয়ন্ত মজুমদারের (৭০০৫৪২৭৪০২) কাছে। বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে ফোনেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অংশগ্রহণেচ্ছু খেলোয়াড়দের ১৬ এপ্রিল থেকে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় করে এনএসআরসিসি-র ইনডোরে অনুশীলনের ব্যবস্থাও করবেন উদ্যোক্তারা। ২৩ এপ্রিল সকাল ৯ টায় শুরু হবে আসর। পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সম্পাদিকা শ্যামলী বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

Society for Management of City Centre
Agartala Municipal Corporation
E-Governance Cell
City Centre. Paradise Chowmahani. Agartala Tripura (W)
Phone 0381-2385507

No F 49/e-tender/Society/AMC/2012/3729-3730 Date 03/04/2023

Press Notice Inviting Quotation

Member Secretary, Society for Management of City Centre, Agartala invites e-Tender submission of Expression of interest for operation and Maintenance & Management of Auditorium and Food Court /Cafeteria adjacent to Auditorium at City Centre 3rd Floor Agartala

Sr. No	Name of the job	Publishing Date	Bid submission start date	Last date of the submission	Bid Opening time	Application Fess	EMD	Details are available
1.	" e-Tender for " submission of Expression of interest for operation and Maintenance & Management of Auditorium and Food Court /Cafeteria adjacent to Auditorium at City Centre 3rd Floor Agartala	04-04-2023 At 11.00 Hrs	24-04-2023 At 11.00 Hrs	10-05-2023 At 15.00 Hrs	15-05-2023 At 16.00 Hrs	2,000/- (for auditorium) 1,000/- (for Cafeteria/Food Court)	Rs.1,00,000/- (One Lac) only And Rs- 50,000/-(Rupees Fifty thousand) for Cafeteria/Food Court	https://tripuratenders.gov.in and www.agartalacity.tripura.gov.in

Tender is to be submit online only through https://tripuratenders.gov.in

(Dr. Shallesh. K. Yadav, IAS)
Member Secretary
Society for Management of City Centre.
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। স্বেচ্ছায় রক্তদানে যুবসমাজকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। আজ সকালে আগরতলার শ্যামলী বাজার পুর নিগমে নথ জোনাল এর উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন ত্রিপুরার মানুষ সর্বভারতীয় স্তরে কোন অংশে কম নয়। বিভিন্ন সময়ে এ রাজ্যের মানুষ মানবিকতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। রক্তদান তার মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন নির্বাচনের সময় রাজ্যের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। রাজ্য বাসির কাছে আহ্বান রাখা হয়েছিল রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য। তাতে মানুষ সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলগুলি এগিয়ে আসেন। উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি আরো বলেন মানুষের প্রয়োজনে মানুষ রক্তদানের এগিয়ে এসেছেন এর চাইতে মহৎ দান আর কিছু হতে পারে না। আগামী দিনেও এই প্রয়া স জারি রাখার আহ্বান জানান তিনি। জি-টুয়েন্টি বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা হয়েছে। ত্রিপুরার গ্যাস থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক যে সম্পদ রয়েছে সেটা যেন পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রাখতে পারি এই বিষয়েও আজকে আলোচনা হবে। কারন আমারা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার , স্বাস্থ্য সচিব দেবাশীষ বসু, নিগমের নথ জোনাল চেয়ারম্যান দীপক চন্দ। আগরতলায় আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জি-২০ বি'ন বিষয়ক সম্মেলন। জি-২০ সম্মেলন রাজ্যের কাছে একটা গর্বের বিষয়। এই সম্মেলন রাজ্যের উন্নয়নে আগামীদিনে এক নতুন পথ দেখাবে। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের ক'ষ্টি, সংস্ক'তি, পরম্পরা, পর্যটন ও এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক মান বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা সম্ভব হবে। আজ আগরতলা পুরনিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। ৩৯ নং ওয়ার্ডের অরুন্ধতীনগর স্কুল সংলগ এলাকায় এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মুখ্যমন্ত্রী অরুন্ধতীনগরে ঋষি অরবিন্দ ওপেন জিম ও অরুন্ধতীনগর কোচিং সেন্টারেরও উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য, অরুন্ধতীনগরে এই ওপেন জিমটি গড়ে তুলতে ব্যয় হয়েছে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। মুম্বাইয়ের আরিহান্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কর্পোরেশন লিমিটেড এই জিমটি তৈরি করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, কর্পোরেটর অলক রায়, কর্পোরেটর প্রসেনজিৎ লোধ, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা বনজিৎ বাগচি, সমাজসেবী অসীম ভ-াচার্য, সমাজসেবী স'য় সাহা প্রমুখ। এদিন রক্তদান শিবিরে এলাকার ৯৩ জন রক্তদান করেন। তাছাড়া মরণোত্তর চক্ষুদান করেন দীপঙ্কর দেবনাথ ও পূজা দেবনাথ। মুখ্যমন্ত্রী তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন। এদিকে আগরতলা পৌর নিগমের ৩৯ নং ওয়ার্ডের উদ্যোগেও এক মেঘা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয় এদিন। শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার স্থানীয় কাউন্সিলর সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব।

দক্ষিণ জেলার সাব্রুমের ঋষি অরবিন্দ অডিটোরিয়ামে আজ সাব্রুম মহকুমা প্রশাসন,ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রক্তদান শিবিরের সূচনা করেন মহকুমা শাসক বিধান চন্দ্র রায়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নামিত পাঠক, ডিসিএম রুতফেলা দার্লং ও নকুল পালও ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। শিবিরে ১০৫ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।থ্যালাসেমিয়া, ক্যান্সার ও অন্যান্য প্রাণঘাতী রোগীর চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজন মেটাতে সাব্রুম মহকুমা প্রশাসনের এই উদ্যোগ বলে জানান মহকুমা শাসক বিধান চন্দ্র রায়।

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও কুমারঘাট মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। কুমারঘাট পুরপরিষদ, পেঁচারথল ও কুমারঘাট ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় কুমারঘাটের প'ায়েতরাজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে এই মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী বলেন, সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে টিসিএস অফিসারদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকারি কর্তব্য পালনের বাইরেও টিসিএস অফিসার্সগণ রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন। তাদের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। তিনি বলেন, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই টিসিএস অফিসার্সগণ এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তাদের এই রক্ত একটা মুমূর্ষু রোগীর জীবন দান করবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, বিধায়ক ভগবান দাস, কুমারঘাট প'ায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বিশ্বজিৎ দাস, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সুবত কুমার দাস। মেগা রক্তদান শিবিরে ১৮ জন মহিলা সহ ১০১ জন রক্তদান করেন।

সোমবার জি-২০ মেলায় এক পাসরা শিল্পির সাথে মত বিনিময় করছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।

বইমেলা পরিদর্শনে জি-২০ বিজ্ঞান সম্মেলনের চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ মার্চ।। জি-২০ বিজ্ঞানসম্মেলনের চেয়ারম্যান আশুতোষ শর্মা সহ জি-২০ বিজ্ঞান সম্মেলন উপলক্ষে আগত এক প্রতিনিধিদল আজ ৪১তম আগরতলা বইমেলা পরিদর্শন করেন। বইমেলা পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধিদলের সাথে ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। ৪১তম আগরতলা বইমেলার আজ ছিল একাদশতম দিন। গতকাল দশম দিনে বইমেলায় ১৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৯১ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। বইমেলার নবম দিনে ১৪ লক্ষ ২ হাজার ৬৮৯ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। আজ বইমেলার কবি ও কবিতা মঞ্চে ২৯ জন কবি স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। তাছাড়া এই মঞ্চে ১৪ জন বাচিক শিল্পিও অংশ নেন। এদিন বইমেলায় অনুষ্ঠিত হয় আত্মনির্ভর ভারত ও আত্মনির্ভর ত্রিপুরা শীর্ষক আলোচনাচক্র। আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষক সুবত চক্রবর্তী ও সমাজসেবী অজয় দাস। আলোচনাচক্র স'ালনা করেন অজিতা ত্রিপুরা। সন্ধ্যায় ত্রিপুরাসুন্দরী ম' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পীগণ তি নাটক, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, সমবেত সংগীত, সমবেত নৃত্য, তবলা, গিটার, ব্যাস গিটার, কী-বোর্ড ও অক্টোপ্যাডে অংশ নেন। তাছাড়া বাংলাদেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাচিক শিল্পী কাজী মাহতাব সুমন আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

গন্ডাছড়ায় কর্মচারী সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। গোটা রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সোমবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়।

সোমবার সকাল সাতটায় কর্মচারী সংঘ গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ভারত মাতা ও ভারতীয় মজদুর সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ টেংরিজির প্রতিকৃতিতে পুস্পার্গ এবং মাল্যদান করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন সকাল নয়টায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে রোগী, স্বাস্থ্যকর্মী এবং হাসপাতালের বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যে ফল, মিষ্টি, জল বিতরণ করা হয়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির নেতৃত্ব সুভাষ চাকমা, কুলেন্দ্র রিয়াং, রতন পাল, সত্য দাস, পাণ্ডব চাকমা প্রমুখরা। সেখানে সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব সুভাষ চাকমা প্রতিষ্ঠা দিবসের গুরুত্ব আরোপ করে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইগনোর ৩৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। আজ মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে ইগনো র ৩৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইগনোর আঞ্চলিক অধিকর্তা ডাঃ অরবিন্দ মাহাতো, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারার দীপক শর্মা, বি এড কলেজের প্রিন্সিপাল রত্না চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। মোট ৪৭৫জন শিক্ষার্থীকে আজকে চূড়ান্ত শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই প্রথমবার ইগনো র একজন ছাত্রী অভিরুপা রায় পর্যটনের উপর শৃঙ্খলার জন্য স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার সে সে এই পদক পেল।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইগনোর আঞ্চলিক অধিকর্তা ছাত্রছাত্রীদের ইগনোতে পাঠরত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে বলেন এবং ইগনোর বিভিন্ন সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার দীপক শর্মা বলেন চীন থেকে ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগদান গড় পরতা অনেক বেশি। তিনি বলেন শিক্ষার দুটি দিক একটি হল ডিগ্রির জন্য আরেকটি হলো শেখার জন্য। লেখার কোন বয়স নেই। উল্লেখ্য সমাবর্তনের প্রথম অংশ দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির হাত ধরে সূচনা হয়েছিল।

রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহাবীর জন্ম জয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ এপ্রিল।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল ভগবান মহাবীরের ২৬২২ তম জন্মজয়ন্তী। অহিংসার অন্যতম মূর্ত প্রতীক জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর ভগবান মহাবীরের জন্ম জয়ন্তী সোমবার আগরতলা টাউন হল সংলগ্ন মহাবীর রিলিজিয়ান্স ট্রাস্ট এর উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ভগবান মহাবীরের ২৬২২ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মহাবীর রিলিজিয়ান্স ট্রাস্টের উদ্যোগে এক বিশেষ ধর্মীয় প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এদিন এখানে মিলিত হয়ে ভগবান মহাবীরকে শ্রদ্ধায় মননে পুজো করেন। মহাবীর জয়ন্তী জৈন ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান মহাবীরের জন্ম উপলক্ষে এই শুভ উৎসব উদযাপিত হয়। সারা বিশ্বে জৈন ধর্মের অনুসারীরা তাঁর দর্শনকে সম্মান জানাতে এই দিনটি পালন করেন।প্রাক-বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কারগুলির আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও নৈতিক শিক্ষাগুলি তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।তিনি ছিলেন জৈন ধর্মের একজন ত্রাণকর্তা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক। তিনি ছিলেন জৈন ধর্মের একজন ত্রাণকর্তা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক। মহাবীর রিলিজিয়ান্স ট্রাস্টের কর্মকর্তারা মহাবীর জয়ন্তী পালনের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

সোমবার মহা ধুমধামে মহাবীর জন্ম জয়ন্তি পালিত হয়। আগরতলা থেকে তোলা ছবি নিজস্ব।

রাশিয়ার সেনা ব্লগার খুনে গ্রেফতার এক সন্দেহভাজন

মস্কো, ৩ এপ্রিল (হি.স.) : সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্যাফেতে বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছিলেন বিখ্যাত রুশ সেনা ব্লগার ভ্লাডলেন তাতারস্কি। আর ওই বিস্ফোরণে জড়িত থাকার সন্দেহে ডারিয়া ত্রেপোভা নামে ২৬ বছরের এক তরুণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত ত্রেপোভাকে এর আগে ইউক্রেনে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল সংগঠিত করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্যাফেতে বিস্ফোরণের পিছনে তাঁর জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন ত্রেপোভা।

গতকাল রবিবার সেন্ট পিটার্সবার্গের এক ক্যাফেতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার অন্যতম সমর্থক বিখ্যাত সেনা ব্লগার ভ্লাডলেন তাতারস্কি। বিস্ফোরণে আহত হয়েছিলেন আরও ১৬ জন। তাঁদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। বিস্ফোরণের পরেই ক্যাফের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তদন্তকারীরা। ওই সিসিটিভি ফুটেজে ডারিয়া ত্রেপোভাকে ক্যাফেতে বসে থাকতে দেখা গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ক্যাফেতে ঢোকার আগে তাঁর হাতে একটি ছোট্ট প্যাকেটও দেখা গিয়েছিল। তদন্তকারীরা নিশ্চিত, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে পুতিনের যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে সরব ত্রেপোভার হাতে থাকা প্যাকেটেই বিস্ফোরক ছিল।

ক্যাফেতে বিস্ফোরণের সময়ে হাজির থাকা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, 'একই টেবিলে ভ্লাডলেন তাতারস্কির সঙ্গে বসে ছিল ২৬ বছরের ত্রেপোভা। এমনকী নিহত রুশ সেনা ব্লগারকে একটি মূর্তিও উপহার দিয়েছিলেন। ওই মূর্তি হাতবদলের সময়েই বিস্ফোরণ হয়।'

বিলোনীয়ায় যান দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ এপ্রিল।। যানবাহন চালকদের অসচেনতার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে চলছে বলে মনে করছেন পথ চলতি সাধারণ জনগণ। সোমবার বিকেলে আবারো বিলোনিয়া কদমতলা এলাকায় যান দূর্ঘটনায় আহত দুই। জানা যায় দুইটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে এই দূর্ঘটনা ঘটে। একটি গাড়ি বড়পাথরী রোড ধরে বিলোনিয়া দিকে আসছিল, অন্যগাড়ি টি মাতার বাড়ি থেকে ঘোষখামার এলাকায় নিজ বাড়িতে ফেরার পথে কদম তলাতে আসার পরেই দুইটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মী সহ থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে। আহতদের মধ্যে একজন হলেন কার্তিক সরকার(১৭)। অন্যজন সঞ্জিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ভাল, পরিচ্ছন্ন এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বানে একত্রিত হয়েছেন প্রতিনিধিরা

আগরতলা, ০৩ এপ্রিল।। আগরতলার হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক ইনডোর ফেয়ার গ্রাউন্ডে "সবুজ ভবিষ্যতের জন্য পরিচ্ছন্ন শক্তি" শীর্ষক আলোচনার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে দ্বিতীয় বিজ্ঞান ২০ সভার প্রথম দিন। বিজ্ঞান-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে আগরতলায় প্রায় ৭০ জন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি জড়ো হয়েছেন। এই সম্মেলন পুদুচেরিতে অনুষ্ঠিত সায়েন্স ২০-এর সূচনা সভার আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বৈঠকে "সবুজ ভবিষ্যতের জন্য স্বচ্ছ শক্তি" গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। বৈঠকের লক্ষ্য ছিল এমন একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যা পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনী গবেষণাকে উৎসাহিত করবে।

টেকসই উন্নয়নের জন্য বিঘ্নসৃষ্টিকারী বিজ্ঞান কিভাবে পরিচ্ছন্ন শক্তির ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সর্বদা পরিবর্তিত বিদ্যুতের স্থানের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সে বিষয়ে উদ্বোধনী বক্তব্যে তুলে ধরেন প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অজয় সুদ। তিনি আরও বলেন, 'আগরতলায় দ্বিতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের তিনটি উপ-থিম রয়েছে, প্রথমটি হ'ল গ্রিন হাইড্রোজেন - যা সমস্ত দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করছে, দ্বিতীয় থিমটি হ'ল মহাসাগর ভিত্তিক প্রযুক্তিসমূহ কীভাবে জলের তরঙ্গ গতি, জোয়ারের স্রোত বা তাপীয় গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে স্বচ্ছ শক্তি ব্যবহার করতে সহায়তা করতে পারে। তৃতীয়ত, নতুন প্রজন্মের এনার্জি স্টোরেজ।

বিজ্ঞান-২০ সম্মেলনের প্রথম দিনে উদ্বোধনী বক্তব্যে আশুতোষ শর্মা বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের গ্রহের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং টেকসই সমাধানের প্রয়োজন যা দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেছেন যে উদ্ভাবন কেবল জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য নয়, জলবায়ু ন্যায়বিচারের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, 'এর জন্য আমাদের গবেষণা প্রয়োজন এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তিকে সহজলভ্য, অ্যাক্সেসেবল এবং সাশ্রয়ী মূল্যের করার জন্য আমাদের উদ্ভাবন প্রয়োজন।

২০১৭ সালে জার্মানির প্রেসিডেন্সির সময় জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমির সমন্বয়ে এস২০ এনগেজমেন্ট গ্রুপ চালু করা হয়। এটি নীতিনির্ধারকদের আন্তর্জাতিক

বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে প্রণীত ঐকমত্য-ভিত্তিক বিজ্ঞান-চালিত সুপারিশগুলি তুলে ধরেছিল।

জি-২০-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারত জি-২০-কে সত্যিকার অর্থেই "অন্তর্ভুক্তিমূলক, উচ্চাভিলাষী, নির্ণায়ক ও কর্মমুখী" করে তুলতে চায়। এস ২০ এর এজেন্ডা অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের পরিকল্পনা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নীতিকে প্রতিফলিত করে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড়) মানিক সাহা বৈঠকের সাইড লাইনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বলেন, 'আমরা বাঁশ এবং বাঁশ শিল্পের উপর জোর দেওয়ার বিষয়ে একটি বৈঠক করেছি। বাঁশের উপর ভিত্তি করে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। এই কনক্লেভের উদ্দেশ্য হ'ল উদ্ভাবনী সমাধানগুলি অন্বেষণ করা যা স্বচ্ছ শক্তির উৎসগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করার সময় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করতে পারে। আমরা ইতিমধ্যে সৌর, বায়োমাসের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নিয়ে কাজ করছি। বাঁশ থেকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির জন্য "গ্রিন হাইড্রোজেন" তৈরির কাজও আমরা করছি। এই কনক্লেভে আমরা বাঁশ থেকে "গ্রিন হাইড্রোজেন" উৎপাদনের উপর জোর দিচ্ছি। আমাদের দেশের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং বিদেশী প্রতিনিধিরা জি-২০ কনক্লেভের সময় পরামর্শ দিয়েছেন যে আমাদের সবুজ হাইড্রোজেনের উপর আরও জোর দেওয়া উচিত।" তিনি বলেন, বায়ু শক্তি উৎপাদন এখানে সম্ভব নয় এবং ত্রিপুরা সরকার সৌর শক্তি নিয়ে কাজ করছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার ১০৭ মেগাওয়াট সৌর শক্তি উৎপাদন করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে গ্রামীণ জনপদগুলিতে ১৮ টি মাইক্রো গ্রিড স্টেশন স্থাপন করেছি। মোট ২৭৪টি মাইক্রো গ্রিড স্টেশন পাইপলাইনে রয়েছে। বায়োমাসের আওতায় প্রায় ২,৫০০ পরিবার কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এখন মূল এজেন্ডা "গ্রিন এনার্জি" ।কনক্লেভে এখানে যা আলোচনা করা হচ্ছে তা সম্মিলিতভাবে উপস্থাপন করা হবে এবং পরে অঞ্চল-নির্দিষ্ট উপযুক্ত প্রকল্পগুলি শুরু করা হবে।

পরে সায়েন্স-২০-এর চেয়ারম্যান আশুতোষ শর্মা সাংবাদিকদের বলেন, 'জি-২০-এর মূল প্রতিপাদ্য হল এক পৃথিবী, এক পরিবার এবং এক ভবিষ্যত এবং এটি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খুবই সত্য। জলবায়ু সম্পর্কিত সমস্ত চ্যালেঞ্জ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ এবং এখানেই জি-২০ এর গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জি-২০ এর মাধ্যমে সবাই বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে একযোগে কাজ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, টেকসই ভবিষ্যত ও উন্নয়নের জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ কারণেই সবুজ ভবিষ্যতের জন্য আমাদের পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রয়োজন এবং এটিই আগরতলায় সায়েন্স-২০ সম্মেলনের প্রথম দিনের আলোচনার বিষয়।

ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় সুদ বলেন, গত ৪ জানুয়ারি ভারত সরকার গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন চালু করেছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ভারত সরকারের আন্তরিকতা এবং দায়িত্বকে প্রতিফলিত করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।